আল কুরআন তিলাওয়াতের
নিয়ম-কানুন

تيسير العزيز الحميد في تسهيل علم التجويد

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

আল কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম-কানুন

تيسير العزيز الحميد في تسهيل علم التجويد

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

আল কুরআন তিলাওয়াতের
নিয়ম-কানুন

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

প্রকাশকঃ

ও.আই.ই.পি

ক-৫৩, প্রগতি সরণী, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোন: ০১৭৭৫ ৩০০৫০০, ওয়েব: www.oiep.net

প্রকাশকালঃ

প্রথম সংস্করণ: নভেম্বর ২০১১

দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ২০১৪

প্রাপ্তিস্থানঃ

ও.আই.ই.পি

ক-৫৩, প্রগতি সরণী, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোন: ০১৭৭৫ ৩০০৫০০, ওয়েব: www.oiep.net

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণঃ

ও.আই.ই.পি

মুদ্রণঃ

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নির্ধারিত মূল্যঃ

১০০ টাকা মাত্র

Al Quran Tilawater Niyom-Kanun, by: Muhammad Naseel Shahrukh.
Published by: OIEP. Fixed Price: TK. 100.00 Only.

সূচীপত্র

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার যিনি মানবজাতির হেদায়েতের জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁর প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল-কুরআন নাযিল করেছেন, আল-কুরআন শিখিয়েছেন, আল-কুরআনের পঠন ও এ থেকে উপদেশ ও শিক্ষাগ্রহণকে সহজ করে দিয়েছেন আর কুরআনের ছাত্র ও শিক্ষকদেরকে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে মনোনীত করেছেন।

আল্লাহ পাক বলেন:

﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ ١ عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ ٢ ﴾

আর-রহমান। শিখিয়েছেন আল-কুরআন।[১]

﴿ وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٖ ١٧ ﴾

আর আমি আল কুরআনকে স্মরণ ও উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছি, উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?[২]

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে আল কুরআন শেখে এবং তা শেখায়।[৩]

---

[১] সূরা আর রহমান, ৫৫ : ১-২।

[২] সূরা আল কামার, ৫৪ : ১৭।

[৩] সহীহ বুখারী - ৫০২৭।

বরকতময় এই কিতাবের প্রতিটি হরফ পাঠের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে দশটি নেকী, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পড়বে তার জন্য এর সওয়াব আছে, **আর এই সওয়াব তার দশ গুণ হিসেবে**। আমি বলি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।[৪]

উপরন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল-কুরআনকে তারতীল সহকারে পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি বলেন:

وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾

আর তারতীল সহকারে আল-কুরআন পাঠ কর।[৫]

তারতীল সহকারে আল-কুরআন পাঠ করার অর্থ হরফ ও ওয়াকফগুলোকে[৬] সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে ধীরলয়ে কুরআন পাঠ।

তাই যে তারতীল সহকারে আল কুরআনকে পাঠ করবে, তার জন্য উপরের হাদীসে বর্ণিত প্রতি হরফে দশ নেকীর ওপর আরও অধিক সওয়াব রয়েছে।

---

[৪] তিরমিযী ও অন্যান্য।

[৫] সূরা আল মুযাম্মিল, ৭৩ : ৪।

[৬] ওয়াকফ অর্থ বিরতি বা থামা।

সুললিত কণ্ঠে আল কুরআন তিলাওয়াতের উৎসাহ দিয়ে হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا

তোমরা তোমাদের কণ্ঠের দ্বারা আল-কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর, কেননা নিশ্চয়ই সুন্দর কণ্ঠ কুরআনের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয়।[৭]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

যে সুর করে আল-কুরআন পড়ে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৮]

আর আল-কুরআনের ক্ষেত্রে এই সুন্দর কণ্ঠ কি, তাও বলে দেয়া হয়েছে অন্য হাদীসে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللَّهَ

আল-কুরআনকে সবচেয়ে সুন্দর আওয়াজে পাঠকারীদের মধ্যে রয়েছে এমন ব্যক্তি **যাকে পাঠ করতে শুনলে তোমরা মনে কর যে সে আল্লাহকে ভয় করে।**[৯]

---

[৭] হাকিম ও অন্যান্য।

[৮] সহীহ বুখারী - ৭৫২৭।

[৯] ইবনে মাজাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল কুরআনকে সংরক্ষণকারী, তিনি বলেন:

﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩ ﴾

নিশ্চয়ই আমি আয-যিকর নাযিল করেছি এবং **নিশ্চয়ই আমি একে হেফাযতকারী**।[১০]

আল্লাহ তাআলা আল কুরআনের শিক্ষা, ব্যাখ্যা, অর্থ, প্রয়োগ - এ সবকিছু সংরক্ষণের পাশাপাশি এর প্রতিটি হরফের উচ্চারণ, এমনকি উচ্চারণের রীতির খুঁটিনাটি পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছেন, ফলে কোন একটি হরফ পরিবর্তন তো দূরের কথা বরং তিলাওয়াতের সময় একে এর নির্ধারিত দৈর্ঘ্য থেকে বড় বা ছোট করাও কারও পক্ষে সম্ভব নয়, আর আল-কুরআনের অক্ষরগুলোর উচ্চারণ সংরক্ষণের মাধ্যম হল তাজউইদ শাস্ত্র - এর তত্ত্ব ও প্রয়োগ।

এই বইতে অনুসৃত পদ্ধতি ও ব্যবহৃত রেফারেন্স

প্রথমেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরী, তা হল: আল-কুরআন বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে শেখার একমাত্র উপায় হল যোগ্য শিক্ষকের মুখ থেকে সরাসরি শেখা, বই পড়ে তাজউইদের তত্ত্ব শেখা সম্ভব হলেও এর প্রয়োগ যথার্থরূপে বোঝা সম্ভব নয়। সুতরাং যিনি আল কুরআন তিলাওয়াত শিখতে চান, তিনি শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া এককভাবে এই বইটি ব্যবহার করে খুব বেশী ফায়দা পাবেন না। বরং এই বইটি রচিত হয়েছে শিক্ষকের কাছে পড়ার পাশাপাশি রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহারের জন্য।

[১০] সূরা আল হিজর, ১৫ : ৯।

দ্বিতীয়ত, বইটিকে যথাসাধ্য সহজ করে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে, এরপরও বইয়ের বেশ কিছু জায়গা পাঠকের কাছে কঠিন ঠেকবে যদি না তিনি যোগ্য শিক্ষকের কাছ থেকে এর অর্থ ও প্রয়োগ বুঝে নেন।

তৃতীয়ত, এই বইটি রচনার মূল উৎস হিসেবে কাজ করেছে এর লেখকের ব্যবহারিক জ্ঞান, যা তিনি তার শিক্ষকের কাছ থেকে অর্জন করেছেন। এই বইয়ের লেখক তার শিক্ষকের কাছে তাজউইদ অধ্যয়ন করেছেন অনেকটা ক্লাসিক্যাল পদ্ধতিতে, তিনি তাজউইদের ওপর আরবীতে কিছু ছড়া মুখস্থ করেছেন এবং এরপর এর ব্যাখ্যা শিখেছেন এবং পরিশেষে শিক্ষকের কাছ থেকে তাজউইদ শেখানোর সনদ লাভ করেছেন, যে সনদের গোড়া মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআনের শিক্ষকগণ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত এই ব্যবহারিক জ্ঞানের পাশাপাশি তিনি রেফারেন্স হিসেবে আরও কিছু বইয়ের সহায়তা গ্রহণ করেছেন যার মধ্যে অন্যতম হল মিসরের প্রয়াত মনীষী আল-কুরআনের উস্তাদ মাহমূদ খলীল আল হুসারি রহমতুল্লাহি আলাইহি রচিত আহকামু কিরাআতিল কুরআনিল কারীম বইটি, যার রচয়িতা আশ-শায়খ আল-হুসারি দীর্ঘ সময় মিসরে কুরআনের শিক্ষকদের উস্তাদ ছিলেন।[১১]

চতুর্থত, এই বইয়ে উল্লিখিত প্রতিটি তথ্য ও তত্ত্বই নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে নেয়া, তবে এর মধ্যে বাছবিচারের ক্ষেত্রে সহজতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, কেননা তাজউইদ শাস্ত্র শিক্ষার ফসল হল কুরআনের হরফগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারা, আর এই লক্ষ্য অর্জিত হলেই যথেষ্ট - সে উদ্দেশ্যে তত্ত্ব হিসেবে যেটাই ব্যবহার করা হোক না কেন। উদাহরণস্বরূপ: দ্বাদ (ض) জিহ্বার ডান দিক থেকে, বাম দিক

---

[১১] উল্লেখ্য যে আল - হুসারি সর্বপ্রথম আল-কুরআনের পরিপূর্ণ অডিও রেকর্ডিং এর বিরল সম্মানের অধিকারী।

থেকে না উভয় পাশ থেকে উচ্চারণ করা সহজ - এ বিষয়ে তাজউইদ শাস্ত্রের আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে, এক্ষেত্রে আমরা এই বইতে উল্লেখ করেছি যে ডান, বাম অথবা উভয় দিক থেকে তা উচ্চারণ করা যেতে পারে, আর সহজতার বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছি পাঠদানকারী শিক্ষকের অভিজ্ঞতা ও ছাত্রের অবস্থার ওপর - একেই আমরা বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে সহজতর পন্থা বলে মনে করেছি - যদি আমাদের এই পদ্ধতি সঠিক হয়ে থাকে তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, নতুবা আমরা তাঁর নিকট ক্ষমা ও সংশোধনের ভিখারী।

পঞ্চমত, বইতে অনেক ক্ষেত্রে লেখক তার নিজস্ব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন - আর তা বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করার স্বার্থে।

ষষ্ঠত, এই বইয়ে উল্লিখিত মাদ্দ ও তাজউইদের অন্যান্য নিয়মকানুন ইমাম আশ-শাতিবীর পদ্ধতি অনুসরণে হাফস রিওয়ায়েত অনুযায়ী লিখিত হয়েছে, ফলে তিলাওয়াতের অন্যান্য নিয়মের সাথে কোন কোন স্থানে এর অমিল থাকা স্বাভাবিক। এর অর্থ এই নয় যে এ সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে কোনটি ভুল আর বাকীগুলো ঠিক, বরং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রাপ্ত সবগুলো পদ্ধতিই সঠিক, আর প্রত্যেকেই সেই পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যা তাঁর কাছে পৌঁছেছে, এর অর্থ এই নয় যে অন্যান্য পদ্ধতি ভুল।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এই বইটিকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের ওসীলা হিসেবে কবুল করুন, এর লেখক, পাঠক ও তাঁদের পিতা-মাতাগণকে ক্ষমা করুন ও রহম করুন।

ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামা আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন।

লেখক পরিচিতি

এই বইটির লেখক মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার(বি.এস.সি., বুয়েট), তিনি কম্পিউটার বিজ্ঞানে শিক্ষকতার পাশাপাশি দেশী ও বিদেশী আলেমগণের নিকট আল-কুরআন, আরবী ভাষা ও দীনের অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করেছেন। বর্তমানে তিনি ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন ও ইসলামের শিক্ষাকে সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত আছেন।

তিনি তার কুরআনের শিক্ষকের সাথে প্রায় ২ বছর সময় ব্যয় করে তাজউইদ শিক্ষা করেছেন এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উৎসারিত অবিচ্ছিন্ন রিওয়ায়েত অনুযায়ী সম্পূর্ণ আল-কুরআন পাঠ করেছেন এবং তা পাঠ করার ও অন্যকে শেখানোর সনদ লাভ করেছেন। এছাড়া তিনি তাজউইদের ওপর আরবীতে কিছু ছড়া মুখস্থ করেছেন এবং এরপর এর ব্যাখ্যা শিখেছেন এবং পরিশেষে শিক্ষকের কাছ থেকে তাজউইদ শেখানোর সনদ লাভ করেছেন, যে সনদের গোড়া মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআনের শিক্ষকগণ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে।

লেখকের সংকলিত অন্যান্য বইয়ের মধ্যে আছে: কালেমা তাইয়্যেবা, ফিকহুত তাহারা: পবিত্রতা অর্জনের বিধান ও ফিকহুস সিয়াম: রোযার বিধান ও মাসায়েল।

بسم الله الرحمن الرحيم

إجازة رواية حفص عن عاصم

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাধারা অনুযায়ী গোটা কুরআন পাঠ ও শিক্ষা দেয়ার সনদ

بسم الله الرحمن الرحيم

الإجازة بالتّجويد

على رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

التجويد على رواية حفص عن عاصم

তাজউইদ শাস্ত্রের সনদ

উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ছাড়া একজন মানুষের ঈমান-আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী কিংবা মুআমালাত-লেনদেন - এর কোনটিই শুদ্ধভাবে করা সম্ভব নয় - আর যা শুদ্ধ নয়, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করাকে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা দিয়ে বলেছেনঃ

জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয। (ইবনে মাজাহ)

দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারা একজন ব্যক্তির জন্য কল্যাণের সুসংবাদ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।
(বুখারী, মুসলিম)

জ্ঞানী ব্যক্তি নিজে যেমন আলোকিত, তেমনি অপরকেও তিনি আলোকিত করেন। এজন্য জ্ঞানান্বেষী শুধু নিজের আমলের সওয়াব নয়, বরং অন্যদের আমলের সওয়াবও নিজের "হিসাবে" জমা করতে পারেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

যে ভাল কাজের পথ প্রদর্শন করল, তার জন্য রয়েছে এর সম্পাদনকারীর অনুরূপ সওয়াব। (মুসলিম)

জ্ঞানের আলো সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার জন্যই এই কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের আওতায় আমরা শরীয়তের বিভিন্ন শাখার প্রয়োজনীয় জ্ঞান সুন্দরভাবে সাজানো কোর্স আকারে সর্বসাধারণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করি।

অধ্যায় ১
তাজউইদ শাস্ত্র সম্পর্কে প্রারম্ভিক আলোচনা
(التَّمْهِيْد)

১.১ তাজউইদ শাস্ত্রের সংজ্ঞা

আরবী হরফগুলোকে এদের স্থায়ী ও অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে উচ্চারণের সঠিক স্থান হতে উচ্চারণ করার রীতি যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়, সেটাই তাজউইদ শাস্ত্র। সুতরাং তাজউইদ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় দুটি:

১) আরবী হরফের উচ্চারণের স্থান, একে আরবীতে মাখরাজ(مَخْرَج) বলা হয়। যেমন: আইনের (ع) উচ্চারণের স্থান বা মাখরাজ হল কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ।

২) আরবী হরফের স্থায়ী ও অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য, একে আরবীতে সিফাত (صِفَات) বলা হয়। যেমন: ক্বাফের (ق) একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য বা সিফাত এই যে এর আওয়াজ ভারী বা মোটা। তেমনি নূনের(ن) একটি অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য এই যে নূনের ওপর সুকূন(ْ)বা জযম এবং এর পরে তা (ت) হরফটি আসলে তা অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়।

সুতরাং পরবর্তীতে এই বইয়ের সকল আলোচনাই হবে মাখরাজ ও সিফাতকে ঘিরে।

১.২ তাজউইদ শাস্ত্র শিক্ষা করার বিধান

তাজউইদ শাস্ত্রের তত্ত্ব জানা ফরযে কিফায়া, অর্থাৎ সমাজের যথেষ্ট সংখ্যক লোক যদি তা শিক্ষা করে, তবে এর ফরযিয়াত আদায় হয়ে যায়, সকলকে এই তত্ত্ব না জানলেও চলে। কিন্তু এই তত্ত্বের প্রয়োগ করা ফরযে আইন, অর্থাৎ প্রত্যেকেই কুরআন তিলাওয়াতের সময় তাজউইদের নিয়ম-কানুন রক্ষা করে তা উচ্চারণ করতে বাধ্য। বিষয়টি বোঝার জন্য একটি উদাহরণের অবতারণা করা যেতে পারে: উদাহরণস্বরূপ আরবী আইন (ع) হরফটি কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ থেকে উচ্চারিত হয় - অর্থাৎ আইনের মাখরাজ কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ - এই তত্ত্বটি এমন একদল লোক জানলেই যথেষ্ট যারা অন্যদেরকে শিক্ষা দিতে সক্ষম। কিন্তু এই তত্ত্বের প্রয়োগ অর্থাৎ বাস্তবে আইনকে কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ থেকে উচ্চারণ করতে সকলেই বাধ্য। তাই কেউ যদি কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ থেকে সঠিকভাবে আইন উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়, তবে সে তার ব্যক্তিগত ফরয আদায় করেছে, যদিও বা এটা তার জানা নাও থাকে যে এর মাখরাজ কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ। সুতরাং কুরআন সঠিকভাবে তিলাওয়াত করার চেষ্টা সকল মুসলিমকেই করতে হবে, কিন্তু এর হরফগুলোর মাখরাজ ও সিফাতের বিস্তারিত জ্ঞান সকলের না থাকলেও চলবে, বরং সমাজের একদল লোক যদি এই তত্ত্ব এমনভাবে শিক্ষা করেন যে তাঁরা অন্যদেরকে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শেখাতে সক্ষম - তবে সেটাই যথেষ্ট।

অধ্যায় ২
আরবী হরফের মাখরাজ
(مَخَارِجُ الْحُرُوفِ)

মাখরাজ অর্থ উচ্চারণের স্থান। আরবী হরফের মাখরাজ ১৭ টি। অর্থাৎ ২৯টি আরবী হরফ ১৭টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। কেননা কোন কোন স্থান থেকে একাধিক হরফ উচ্চারিত হয়, যেমনটি আমরা সামনে দেখব ইনশাআল্লাহ।

২.১ মাখরাজ - ১: মুখ ও কণ্ঠনালীর শূন্যস্থান (الجَوْف)

হরফ: ১. আলিফ(ا) ২. মাদ্দের ইয়া(ي) ৩. মাদ্দের ওয়াও(و)

বিবরণ: আমাদের আলোচ্য প্রথম মাখরাজ হল মুখ ও কণ্ঠনালীর শূন্যস্থান, যাকে আরবীতে আল জাওফ (الجَوْف) বলা হয়। এই মাখরাজ থেকে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়: আলিফ, মাদ্দের ইয়া এবং মাদ্দের ওয়াও। এই তিনটি হল মাদ্দ বা টানের হরফ। ইয়া সাকিন (অর্থাৎ যে ইয়া এর ওপর জযম বা সুকূন আছে) এর পূর্বের হরফে যের আসলে সেটা মাদ্দের ইয়া, আর ওয়াও সাকিনের পূর্বের হরফে পেশ আসলে তাকে মাদ্দের ওয়াও বলা হয়। এছাড়া অন্যান্য ইয়া বা ওয়াও মাদ্দের ইয়া বা মাদ্দের ওয়াও নয়। যেমন এই শব্দগুলো লক্ষ্য করুন:

قِيْلَ بَيْنَ جُوْعِ وَلَد

এর মধ্যে قِيْلَ শব্দের ইয়া মাদ্দের ইয়া, যা মুখ ও কণ্ঠনালীর শূন্যস্থান বা আল-জাওফ থেকে উচ্চারিত হয়।

এর মধ্যে بَيْنَ শব্দের ইয়া মাদ্দের ইয়া নয়, বরং সাধারণ ইয়া, এই সাধারণ ইয়া এর মাখরাজ আল-জাওফ নয়, অন্যত্র, যার বিবরণ সামনে আসবে।

এর মধ্যে جُوْعٌ শব্দের ওয়াও মাদ্দের ওয়াও, যা আল জাওফ অর্থাৎ মুখ ও কণ্ঠনালীর শূন্যস্থান থেকে উচ্চারিত হয়।

এর মধ্যে وَلَد শব্দের ওয়াও মাদ্দের ওয়াও নয়, বরং সাধারণ ওয়াও, এই সাধারণ ওয়াও এর মাখরাজ আল-জাওফ নয়, অন্যত্র, যার বিবরণ সামনে আসবে।

যাহোক এই তিনটি হরফ মুখ ও কণ্ঠনালীর শূন্যস্থান থেকে খোলা গলায় উচ্চারিত হবে, নীচের ছবিতে ঢেউ চিহ্নিত অংশটিই হল আল-জাওফ।
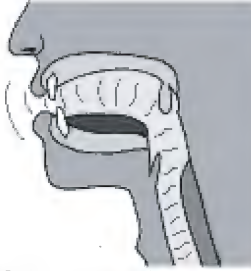
১ নং মাখরাজ (আলিফ, মাদ্দের ইয়া, মাদ্দের ওয়াও) - মুখ ও কণ্ঠনালীর শূন্যস্থান বা আল জাওফ

উদহারণঃ

আলিফ(ا):

مَا جَاءَ عَادٍ قَالَ أَضَاءَ مِرْصَاد

মাদ্দের ইয়া(ي):

فِيْ جَايِءَ الفِيْلِ قِيْلَ يُضِيْءُ عَظِيْم
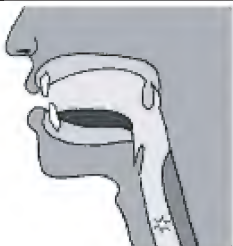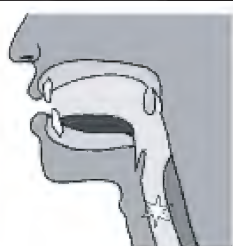
মাদ্দের ওয়াও(و):

ذُوْ سُوْءُ مَأكُوْل رَضُوْا قُوْا أَنْ فَخُوْر

২.২ মাখরাজ - ২ঃ কণ্ঠনালী বা হালকের (الْحَلْق) গোড়া বা শেষপ্রান্ত

হরফঃ ১. হামযা(ء) ২. হা(ه)

বিবরণঃ কণ্ঠনালীতে মোট ৩টি মাখরাজ আছেঃ ১) কণ্ঠনালীর গোড়া, ২) কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ ও ৩) কণ্ঠনালীর শীর্ষ। এর প্রতিটি থেকে দুটি করে হরফ বের হয়। কণ্ঠনালীর গোড়া থেকে দুটি হরফ আসেঃ হামযা ও হা। কণ্ঠনালীর গোড়া বলতে বোঝানো হয়েছে কণ্ঠনালীর সেই অংশকে যা বুকের সাথে মিলিত হয়েছে, নীচের ছবিতে তা দেখানো আছে। কণ্ঠনালীকে আরবীতে হালক(الْحَلْق) বলা হয়।

২, ৩ ও ৪ নং মাখরাজ

২, ৩ ও ৪ নং মাখরাজ

উদাহরণঃ

হামযা(ء):

تَأْكُلُونَ	أَأَمِنْتُم	رَآهُ	اَلْحَمْدُ
الذِّئْبُ	وَإِلَهُكُم	لِإِيْلَافِ	اِرْجِعِي
لُؤْلُؤًا	فَأُولَئِكَ	الأُولَى	اُدْخُلُوا

হা(ه):

الْقَهَّار	جَهَرَ	هَاتُوا	هَلْ
اِهْدِنَا	عَهِدَ	مَهِيْن	عَهِدْنَا
بُهْتَانًا	وَهُدًى	يَعْمَهُونَ	الْهُدْهُدَ

২.৩ মাখরাজ - ৩: কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ

হরফঃ ১. আইন(ع) ২. হা(ح)

বিবরণঃ হালক বা কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ থেকে দুটি হরফ উচ্চারিত হয়: আইন(ع) এবং হা(ح)।

উদহারণ:

আইন(ع):

فَاعْلَمْ	طُبِعَ عَلَى	الْعَالَمِينَ	عَسْعَسَ
اِعْدِلُوا	وَعِنَبًا	بَعِيد	عِجْلًا
يَدُعُّ	وَعُلِّمْتُم	يَشْفَعُ عِنْدَهُ	الْعُرْوَةَ

হা(ح):

أَحْمَد	أَحَدًا	حَاقَ	حَصْحَصَ
شُحَّ	حُرُمًا	حُورٌ	حُبًّا
إِحْسَانًا	ضَحِكَ	حِيْلَة	حِكْمَة

২.৪ মাখরাজ - ৪: কণ্ঠনালীর শীর্ষ

হরফ: ১. গাইন(غ) ২. খা(خ)

বিবরণ: হালক বা কণ্ঠনালীর শীর্ষ থেকে দুটি হরফ উচ্চারিত হয়: গাইন এবং খা। কণ্ঠনালীর শীর্ষ বলতে বোঝানো হচ্ছে এর সেই অংশ যা মুখের সাথে মিলিত হয়েছে। পূর্ববর্তী ছবিতে কণ্ঠনালীর শীর্ষ দেখানো হয়েছে।

উদহারণ:

গাইন(غ):

أَغْرَقْنَا	شَغَفَهَا	غَاسِقٍ	غَفْلَة
أُغْرِقُوا	غُرَابًا	غُو	غُلْبًا
أَنِ اغْدُوا	فَسَيُنْغِضُونَ	وَغِيضَ	غِلْمَانٌ

খা(خ):

فَخَّار	أَخَذَ	خَالِدِينَ	خَرْدَل
أُخْتَهَا	خُشَّعًا	فَخُور	الْخُرْطُوم
إِخْوَانًا	بَخِلَ	أَخِيْ	خِزْيٌ

২.৫ মাখরাজ - ৫: জিহ্বার শেষাংশ

হরফ: ক্বাফ(ق)

বিবরণ: মুখ থেকে জিহ্বার সবচেয়ে দূরের অংশটিই হল এর শেষাংশ, আর এখান থেকে একটি হরফ উচ্চারিত হয়: ক্বাফ।
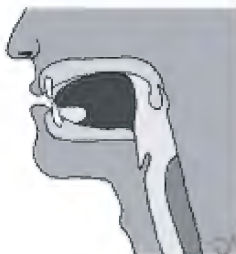
৫ নং মাখরাজ - ক্বাফ(ق)

জিহ্বা থেকে উচ্চারিত বিভিন্ন হরফের মাখরাজ

উদাহরণ(ق):

أَأَقْسَمْتُمْ	اِلْتَقَتَا	قَالَ	قَدْ
أُقْسِمُ	ثَقُلَتْ	فَقُوْلَا	قُلْ
اِقْرَأْ	يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ	الْمُسْتَقِيْمَ	قِرَدَةً

২.৬ মাখরাজ - ৬: জিহ্বার শেষাংশ হতে একটু সামনের দিকে

হরফ: কাফ(ك)

বিবরণ: জিহ্বার শেষাংশ, অর্থাৎ ক্বাফের(ق) মাখরাজ থেকে একটু সামনে জিহ্বার যে অংশ, তা থেকে কাফ(ك) উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ কাফের(ك) মাখরাজ ক্বাফের(ق) তুলনায় ঠোঁটের কাছাকাছি।
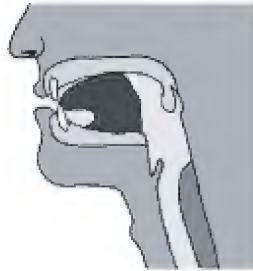
৬ নং মাখরাজ(ك), আরও দেখুন: ২৬ পৃষ্ঠার চিত্র

উদহারণ(ك):

أَكْرَمَنِ	شَكَرَ	كَادَ	كَيْفَ
تُكْرِمُوْنَ	أُكُلُهَا	شَكُوْرًا	كُفُوًا
رِكْزًا	نَكِدًا	الْمِسْكِيْنَ	كِرَامًا

২.৭ মাখরাজ - ৭: জিহ্বার মধ্যভাগ

হরফ: ১. জীম(ج) ২. শীন(ش) ৩. ইয়া(ي)

বিবরণ: জিহ্বার মধ্যভাগ থেকে জীম, শীন ও ইয়া - এই তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। এই মাখরাজটি ক্বাফ(ق) ও কাফের(ك) তুলনায় ঠোঁটের আরও কাছাকাছি। জীম উচ্চারণের জন্য জিহ্বার মধ্যভাগকে লম্বালম্বি এর ওপরের তালুতে শক্তভাবে লাগাতে হবে। তবে শীন ও ইয়া উচ্চারণের ক্ষেত্রে জিহ্বা ও তালুর মাঝে ফাঁকা থাকবে।
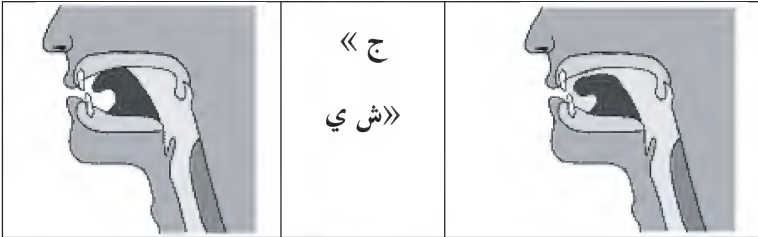
৭ নং মাখরাজ(জীম, শীন, ইয়া), আরও দেখুন: ২৬ পৃষ্ঠার চিত্র

উদহারণঃ

জীম(ج):

جَلْداً	جَاءَ	فَجَرَة	أَجْمَعِينَ
جُنْداً	جُوْع	لِجُلُودِهِم	حُجَّة
وَالْجِبَالَ	رَجِيْم	وَجِلَتْ	اِجْتَنِبُوا

শীন(ش):

شَكٌّ	شَاء	رَشَداً	الشَّيْطَان
شُرَّعاً	فَامْشُوْا	وَشُرَكَاءَكُمْ	مُشْرِكِين
شِرْبٌ	عَشِيْرَتَكُمْ	خَشِيَ	عِشْرُونَ

ইয়া(ي):

مَيْمَنَة	بِيَدِهِ	قِيَاماً	يَلِدْ
سُيِّرَتْ	سَيُرِيْكُم	وَلَمْ يُوْلَدْ	يُدْرِيْكَ
إِيَّاكَ	مَنِيٍّ يُمْنَى	يَسْتَحْيِيْ	لِسَعْيِهَا

২.৮ মাখরাজ - ৮: জিহ্বার পাশের পেছনের অংশ ও উপরের পাটীর পেছনের দাঁত

হরফ: দ্বাদ(ض)

বিবরণ: জিহ্বার পাশ থেকে দুটি হরফ উচ্চারিত হয়: দ্বাদ(ض) এবং লাম(ل)। পরবর্তী ছবিতে তা স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। জিহ্বার কোন এক পাশকে যদি মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা হয়, তবে এর পেছনের অংশ থেকে দ্বাদ আর সামনের অংশ থেকে লাম উচ্চারিত হয়। দ্বাদ উচ্চারণের জন্য জিহ্বার পাশের পেছনের অংশকে এর সমান্তরালে অবস্থিত উপরের পাটীর দাঁতে বা এর মাঢ়ীতে লাগানো হয়। দ্বাদ ও লাম উচ্চারণের জন্য জিহ্বার বাম পাশ অথবা ডান পাশ অথবা উভয় পাশ ব্যবহার করা যেতে পারে।
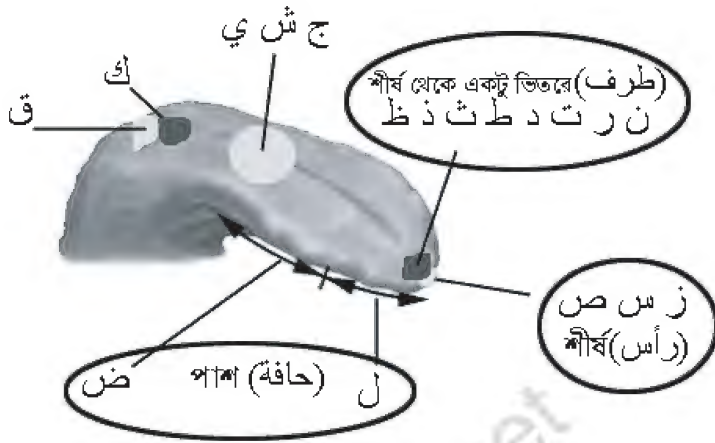
জিহ্বা থেকে উচ্চারিত বিভিন্ন হরফের মাখরাজ

৮ নং মাখরাজ (ض)

উদহারণ(ض):

نَضْرَة	فَضَحِكَتْ	ضَاقَت	ضَلَّ
نَضَّاخَتَان	عَضُدًا	فَضُرِبَ	وَالضُّحَى
رِضْوَانًا	رَضِيَ	ضِيْزَى	ضِرَارًا

২.৯ মাখরাজ - ৯: জিহ্বার পাশের সামনের অংশ ও উপরের মাঢ়ী

হরফ: লাম(ل)

বিবরণ: জিহ্বার কোন একটি পাশকে দুভাগে ভাগ করলে এর পেছনের অংশ থেকে দ্বাদ আর সামনের অংশ থেকে লাম উচ্চারিত হয়। লাম উচ্চারণের জন্য জিহ্বার কোন এক পাশ অথবা উভয় পাশের সামনের অংশকে এর উপরস্থ মাঢ়ীতে লাগাতে হয়।
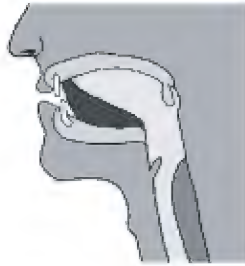
৯ নং মাখরাজ (লাম), আরও দেখুন: ৩১ পৃষ্ঠার চিত্র

উদহারণ(ل):

الْحَمْدُ	فَانفَلَقَ	لاَبِثِيْنَ	لَيْسَ
كُلُّ أُمَّةٍ	ذُلُلاً	ذَلُولاً	لُقْمَانُ
مِلَّةَ	عَلَيْهِ لِبَدًا	قَلِيْلاً	لِبَاسًا

২.১০ মাখরাজ - ১০: জিহ্বার ডগা থেকে একটু ভিতরের অংশ (طَرَفُ اللِّسَانِ) ও ওপরের মাড়ী

হরফ: নূন(ن)

বিবরণ: এই মাখরাজ এবং এর পরবর্তী বেশ কয়েকটি মাখরাজের হরফগুলো উচ্চারণের জন্য জিহ্বার ডগা বা শীর্ষ থেকে খানিকটা ভিতরের অংশটি ব্যবহার করতে হয়, একে তাজউইদের পরিভাষায় **তারাফুল লিসান** বলা হয়, আমরা একে জিহ্বার **তারাফ** বলতে পারি। এখন থেকে এই বইয়ের কোন স্থানে জিহ্বার তারাফ বললে এই স্থানটিকে বুঝতে হবে। ৩১ ও ৩৫ পৃষ্ঠার ছবিতে স্পষ্ট করে স্থানটি দেখানো আছে। নূন উচ্চারণের জন্য জিহ্বার তারাফকে ওপরের মাড়ীতে লাগাতে হবে।
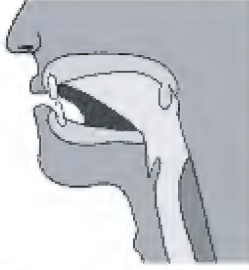
১০ নং মাখরাজ (নূন), আরও দেখুন: ৩১ পৃষ্ঠার চিত্র

উদহারণ(ن):

أَنْعَمْتَ	أَنَا رَبُّكُم	نَاضِرَةٌ	نَسْفًا
فَسَيُنْغِضُوْنَ	وَنُفِخَ	نُوْدِيَ	نُطْفَةٌ
مِنْهَا	أَنِ اقْتُلُوْا	أَنِيْبُوْا	نِعْمَةٌ

২.১১ মাখরাজ - ১১: জিহ্বার তারাফ ও ওপরের মাড়ী, তবে নূনের মাখরাজ থেকে খানিকটা ভেতরে

হরফ: রা(ر)

বিবরণ: রা এর মাখরাজ নূনের মাখরাজের তুলনায় জিহ্বার একটু ভিতরের দিকে। জিহ্বার এই অংশটি ওপরের মাঢ়ীতে লাগিয়ে রা উচ্চারিত হয়।
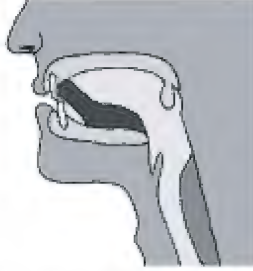
১১ নং মাখরাজ (রা), আরও দেখুন: ৩১ পৃষ্ঠার চিত্র

জিহ্বার বিভিন্ন মাখরাজের তুলনামূলক চিত্র

উদহারণ(ر):

الرَّحْمَن	جَرَمَ	رَانَ عَلَى	رَهْطٍ
شَرًّعاً	جُرُزاً	غُرُور	رُشْداً
مِنْ شَرِّ ما	فَشَرِبُوا	فَرِيْقاً	رِكْزاً

২.১২ মাখরাজ - ১২: জিহ্বার ডগা থেকে একটু ভিতরের অংশ বা জিহ্বার তারাফ (طَرَفُ اللِّسَانِ) ও ওপরের দাঁতের গোড়া

হরফ: ১. তা(ت) ২. দাল(د) ৩. ত্বা(ط)

বিবরণ: জিহ্বার তারাফ ওপরের পাটীর সামনের দুই দাঁতের গোড়ায় লাগিয়ে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়: তা, দাল ও ত্বা।
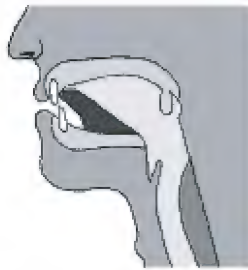
১২ নং মাখরাজ (তা, দাল, ত্বা), আরও দেখুন: ৩১ পৃষ্ঠার চিত্র

উদহারণঃ

তা(ت):

أَتْمَمْتُ	فَتَرَاهُ	تَارَةً	تَسْمَعُ
أُتْلُ مَا	كُتُبِهِ	تُوْلِجُ	تُؤْمِنُونَ
اِتَّخَذُوا	أَتِمُّوا	فَتِيْلاً	تِلْكَ

দাল(د):

أَدْنٰى	فَقَدَرَ	دَابَّةً	دَلْوَهُ
ثُمَّ رُدُّوا	لِدُلُوكِ	دُونَ	دُنْيَا
فِدْيَةٌ	قُدِرَ	يَوْمِ الدِّيْنِ	دِهَاقًا

ত্বা(ط):

أَطْعِمُوا	مَطَرًا	طَاعِمٍ	طَلْعُهَا
عُطِّلَتْ	فَطُبِعَ	وَالطُّوْرِ	طُوبَى
أَوْ إِطْعَامٌ	بَطِرَتْ	مِنْ طِيْنٍ	طِبَاقًا

২.১৩ মাখরাজ - ১৩: জিহ্বার তারাফ ও ওপরের পাটীর সামনের দুই দাঁতের শীর্ষ

হরফ: ১. সা(ث), ২. যাল(ذ), ৩. য্বা(ظ)

বিবরণ: জিহ্বার তারাফ ওপরের পাটীর সামনের দুই দাঁতের গোড়ায় লাগিয়ে তা, দাল ও ত্বা উচ্চারিত হয়, আর দাঁতের শীর্ষে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় সা, যাল ও য্বা।
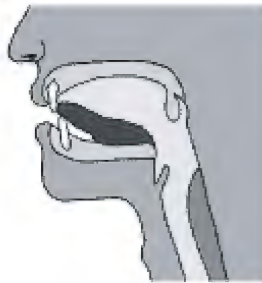
১৩ নং মাখরাজ (ظ ذ ث), আরও দেখুন: ৩১ পৃষ্ঠার চিত্র

উদহারণঃ

সা(ث):

أَثْقَالاً	مَثَلاً	النَّفَّاثَاتِ	كَوْثَر
اُثْبُتُوا	كَثُرَتْ	مَاكِثُونَ	ثُمَّ
اِثَّاقَلْتُم	جِثِيًّا	كَثِيْرًا	ثِقَالاً

যাল(ذ):

وَالذَّارِيَاتِ	فَقَذَفَ	ذَاقَ	ذَرْنِي
عُذْرًا	أُذُنٌ	ذُو عِلْمٍ	ذُقْ
عَلَيْهِ الذِّكْرُ	وَأَذِنَتْ	نَذِيْر	أَذِنْتَ

য্বা(ظ):

أَظْلَمَ	فَظَلَمُوا	ظَالِم	ظَمْآنُ
تُظْلَمُونَ			فَانْظُرْ
فِيْ الظُّلُمَات	فَنَظِرَةٌ	عَظِيْم	ظِلٌّ

২.১৪ মাখরাজ - ১৪ঃ জিহ্বার ডগা ও নীচের পাটির দাঁতের শীর্ষ

হরফঃ ১. যা(ز), ২. সীন(س), ৩. স্বাদ(ص)

বিবরণঃ এর পূর্বের মাখরাজগুলোতে জিহ্বার **তারাফ** ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা জিহ্বার ডগা বা শীর্ষ থেকে একটু ভিতরের অংশ, আর এই মাখরাজে ব্যবহার হবে জিহ্বার ডগা বা শীর্ষ। জিহ্বার শীর্ষ নীচের পাটির দুই দাঁতের শীর্ষে লাগিয়ে এই তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়।

১৪ নং মাখরাজ (ز س ص), আরও দেখুনঃ ৩১ পৃষ্ঠার চিত্র

উদহারণঃ

যা(ز):

الزَّاد	نَزَلَ	فَزَادَهُم	جَزَيْنَاهُم
أُزْلِفَتْ	نُزُلاً	تَكْنِزُونَ	زُرْتُم
فِيْ الزُّبُر	أَزِفَت	عَزِيْز	زِلْزَالَهَا

সীন(س):

يُوَسْوِسُ	فَسَجَدَ	سَارِعُوا	سَلْ
لَتُسْأَلُنَّ	رُسُلِهِ	بِسُوَرٍ	سُلْطَانًا
قِسِّيْسِيْنَ	نَسِيًّا	فَسِيْرُوا	سِحْرٌ

স্বাদ(ص):

الصَّمَد	نَكَصَ عَلَى	صَالِحِيْنَ	صَلْصَال
أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ		صُورَةَ	فَلْيَصُمْهُ
مِصْرًا	حَصِرَتْ	نَصِير	صِنْوَان

২.১৫ মাখরাজ - ১৫: ওপরের পাটির সামনের দুই দাঁতের কিনারা এবং নীচের ঠোঁটের ভেতরের অংশ

হরফ: ফা(ف)

বিবরণ: ওপরের পাটির সামনের দুই দাঁতকে নীচের ঠোঁটের ভেতরের অংশে লাগিয়ে **ফা** উচ্চারণ করা হয়।

১৫ নং মাখরাজ (ফা)

উদহারণ(ف):

كَفَّارَة	كَفَرَ	فَاحِشَة	وَالْفَتْحُ
كُفَّاراً	كُفُواً	كَافُوْرا	فُرْقَان
خِفْتُم	رُفِعَتْ	الفِيْلِ	فِدْيَة

২.১৬ মাখরাজ - ১৬: দুই ঠোঁট

হরফ: ১. ওয়াও(و), ২. বা(ب), ৩. মীম(م)

বিবরণ: ঠোঁট থেকে ওয়াও, বা ও মীম - এই তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। ওয়াও উচ্চারণের জন্য ঠোঁটকে গোল করে দুই ঠোঁটের মাঝে ফাঁকা রাখতে হয়, অপরপক্ষে **বা** ও **মীম** উচ্চারণের জন্য দুই ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করে। **বা** ও **মীমের** পার্থক্য হল: **বা** উচ্চারণে ঠোঁটের ভেতরের দিকের ভেজা অংশ ব্যবহৃত হয়, অপরপক্ষে **মীম** উচ্চারণের জন্য ঠোঁটের বাইরের দিকের শুকনো অংশ ব্যবহৃত হয়।
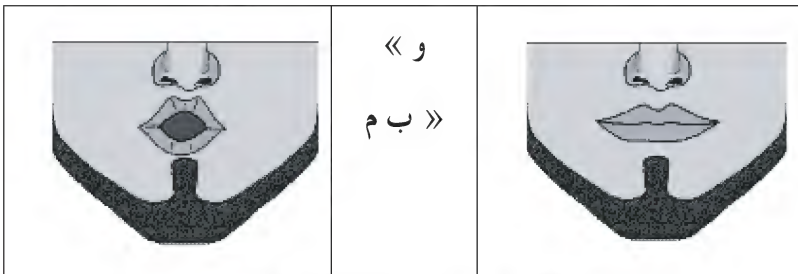
১৬ নং মাখরাজ (ওয়াও, বা, মীম)

উদহারণ:

ওয়াও(و):

الْأَوَّلِيْنَ	وَوَجَدَكَ	وَادٍ	وَالْعَصْرِ
قُوَّةً	وَوُجُوه	فَأْوُوْا	وُدًّا
مِنْ وَّال	يُوَسْوِسُ	طَوِيْلًا	وِلْدَان

বা(ب):

أَبًّا	غَبَرَة	بَازِغَة	بَيْتٌ
الْكُبْرَى	كَبُرَ	عَبُوسًا	بُهْتَانًا
إِبْرَاهِيْم	رَبِحَتْ	سَبِيْلًا	بِسْمِ

মীম(م):

أَمَّارَة	أَمَرَة	مَانِعَتُهُم	مَنْ
أُمِّهِ	يَوْمِ الْجُمُعَة	ثَمُودُ	مُهْطِعِيْنَ
لِكُلِّ امْرِئٍ	ثَلاثَ مِائَة	أَمِيْن	مِثْلُكُم

২.১৭ মাখরাজ - ১৭: নাক ও মুখের সংযোগস্থল বা খাইশূম(خَيْشُوم)

হরফ: গুন্নাহ

বিবরণ: গুন্নাহ মূলত কোন হরফ নয়, বরং তা নাক থেকে নির্গত এক ধরনের আওয়াজ যা কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ স্থানে করা হয়। এই আওয়াজ নাকের শেষ অংশ অর্থাৎ নাক ও মুখের সংযোগস্থল থেকে আসে। গুন্নাহ কোথায় ও কিভাবে হয় এর বিবরণ সামনের অধ্যায়গুলোতে আসছে।

চিত্র: ১৭ নং মাখরাজ - গুন্নাহ

উদহারণ: إِنَّ إِمَّا

অধ্যায় ৩
আরবী হরফের সিফাত বা বৈশিষ্ট্য
(صِفَاتُ الحُرُوْفِ)

আরবী হরফসমূহের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য বা সিফাত ১৭ টি। এগুলোকে স্থায়ী বলার অর্থ এই যে হরফগুলোর মধ্যে এই সিফাতগুলো সবসময়ই বিদ্যমান থাকে। আরবী হরফ উচ্চারণের সময় এই সিফাতগুলো রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। এর মধ্যে ১০টি সিফাত জোড়ায়-জোড়ায় থাকে, আর বাকী ৭টি সিফাত এককভাবে আসে। জোড়ায় জোড়ায় সিফাত আসার অর্থ এই যে কোন একটি হরফের মধ্যে একটি থাকলে জোড়ার অপরটি থাকবে না। অন্যভাবে বলা যায় প্রতিটি হরফে এই ৫ জোড়ার প্রত্যেক জোড়া থেকে একটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকবে। আর বাকী ৭টি সিফাত এককভাবে আসে, অর্থাৎ কোন হরফের তা আছে আবার কোন হরফের তা নেই। নীচে প্রথমে জোড় বৈশিষ্ট্যগুলো এবং এরপর একক বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হল:

৩.১ সিফাত ১ ও ২: হামস(هَمْس) ও জাহর(جَهْر)

হরফ উচ্চারণের সময় বাতাস নির্গত হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে “হামস” বলা হয়। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ১০টি, এগুলো হচ্ছে:

ت ث ح خ س ش ص ف ك ه

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হল: **ফাহাসসাহু শাখসুন সাকাত (فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ)**। এর বিপরীত বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ বাতাসের নির্গমন বন্ধ থাকাকে "জাহর" বলা হয়। "হামস" এর হরফ ছাড়া বাকীগুলো "জাহর" এর হরফ। অর্থাৎ উপরে বর্ণিত ১০টি হরফ হামস আর বাকীগুলো জাহর। অন্যভাবে বলা যায়, কোন একটি হরফ হয় **হামস** সিফাত বিশিষ্ট হবে, নয়তো **জাহর** সিফাত বিশিষ্ট হবে, অর্থাৎ কোন একটি হরফ উচ্চারণের সময় হয় বাতাস বের হবে, নতুবা বাতাসের নির্গমন বন্ধ থাকবে।

৩.২ সিফাত ৩ ও ৪ শিদ্দাহ (شِدَّة) এবং রাখাওয়াহ (رَخَاوَة)

"শিদ্দাহ" অর্থ হচ্ছে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়া অর্থাৎ তা অবিরত না থাকা। এই হরফগুলো মাখরাজে দৃঢ়ভাবে স্থির থাকে এবং শক্তভাবে উচ্চারিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ৮টি, এগুলো হচ্ছে:

ء ب ت ج د ط ق ك

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হল: **আজিদ কাতিন বাকাত (أَجِدْ قَطٍ بَكَتْ)**।

এই ৮টি হরফ ছাড়া বাকীগুলো "রাখাওয়াহ" বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, অর্থাৎ এগুলো নরম করে উচ্চারিত হয় এবং এর আওয়াজ দীর্ঘক্ষণ অবিরত থাকে। তবে এর মধ্যে ৫টি হরফ আছে যেগুলো অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং এর আওয়াজ খুব বেশীক্ষণ অবিরত থাকে না, এগুলোকে শক্ত ও নরমের মাঝামাঝি মাঝারী হরফ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, এই মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যকে **তাওয়াস্‌সুত (تَوَسُّط)** বলা হয়। "তাওয়াস্‌সুত" বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফগুলো অপেক্ষাকৃত কম শক্ত এবং

এগুলোর আওয়াজ কিছুক্ষণ অব্যাহত থাকে, দীর্ঘক্ষণ নয়। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ৫টি, এগুলো হচ্ছে:

ر ع ل م ن

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হল: **লিন উমার** (لِنْ عُمَرْ)। শিদ্দাহ ও রাখাওয়াহ এর মধ্যবর্তী হওয়ায় তাওয়াসসুত বৈশিষ্ট্যকে গণনা করা হয় নি, আর তা গণনা করলে সিফাতের সংখ্যা ১৮টি হবে। যা হোক হরফগুলো তিন প্রকার:

১) শিদ্দাহ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হরফ ৮টি: ء ب ت ج د ط ق ك

২) তাওয়াসসুত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হরফ ৫টি: ر ع ل م ن

৩) রাখাওয়াহ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হরফ: বাকীগুলো।

৩.৩ সিফাত ৫ ও ৬: ইসতি'লা (اِسْتِعْلاء) ও ইসতিফাল (اِسْتِفَال)

"ইসতি'লা" অর্থ হচ্ছে হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বার পেছনের অংশ উঁচু হওয়ার কারণে এর আওয়াজ ভারী বা মোটা হওয়া। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ৭টি, এগুলো হচ্ছে:

خ ص ض ط ظ غ ق

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হল: **খুসসা দাগতিন কিয** (خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ)। এই ৭টি হরফ ব্যতীত বাকীগুলোর বৈশিষ্ট্য হল "ইসতিফাল" অর্থাৎ জিহ্বার পেছনভাগ উঁচু না হওয়া, ফলে এই হরফগুলোর আওয়াজ পাতলা হয়।

লক্ষণীয়ঃ আমরা অনেক সময় এই ভারী হরফগুলো উচ্চারণ করার জন্য ঠোঁট গোল করি - এটা ঠিক নয়। হরফ ভারী বা পাতলা হওয়ার সাথে ঠোঁটের কোন সম্পর্ক নেই, ঠোঁট গোল হয় শুধু মাত্র **ওয়াও** হরফে আর পেশ উচ্চারণ করার সময়। উপরের সাতটি ভারী হরফ উচ্চারণের সময় ঠোঁট গোল হবে না, বরং জিহ্বার পেছন উঁচু করার মাধ্যমে আওয়াজকে ভারী করতে হবে।

৩.৪ সিফাত ৭ ও ৮: ইতবাক (إِطْبَاق) ও ইনফিতাহ(اِنْفِتَاح)

"ইতবাক" অর্থ হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বা তালুর অতি নিকটবর্তী হওয়া, অর্থাৎ এর মধ্যাংশ এবং পেছনের অংশ উঁচু হওয়া, যার ফলে এর আওয়াজ খুব বেশী মোটা হয়। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ৪টি, এগুলো হচ্ছেঃ (ص ض ط ظ)। এই ৪টি হরফ ব্যতীত বাকীগুলোর বৈশিষ্ট্য হল "ইনফিতাহ" অর্থাৎ জিহ্বা ও তালুর মাঝে দূরত্ব থাকা।

৩.৫ সিফাত ৯ ও ১০: ইযলাক (إِذْلَاق) ও ইসমাত(إِصْمَات)

"ইযলাক" অর্থ জিহ্বা অথবা ঠোঁটের প্রান্ত থেকে সহজে, হালকাভাবে ও বিনা কষ্টে উচ্চারিত হওয়া। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ৬টি, এগুলো হচ্ছেঃ

ب ر ف ل م ن

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হলঃ **ফিররা মিন লুব্ব** (فِرَّ مِنْ لُبّ)। এই ৬টি হরফ ব্যতীত বাকীগুলোর বৈশিষ্ট্য হল "ইসমাত" অর্থাৎ এগুলোর উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত কঠিন।

৩.৬ সিফাত ১১: সফীর(صَفِيْر)

"সফীর" অর্থ হরফ উচ্চারণের সময় বাড়তি তীক্ষ্ণ আওয়াজ নির্গত হওয়া যা কোন কোন পাখির আওয়াজের অনুরূপ। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ৩টি, এগুলো হচ্ছে: (ز س ص)।

৩.৭ সিফাত ১২: কলকলাহ(قَلْقَلَة)

"কলকলাহ" অর্থ শব্দের কম্পন যা প্রতিধ্বনির মত শ্রুত হয়। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ৫টি, এগুলো হচ্ছে:

ب ج د ط ق

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হল: **কুতবু জাদ** (**قُطْبُ جَدٍ**)। এই হরফগুলোর ওপর জযম থাকলে অর্থাৎ এগুলো "সাকিন" অবস্থায় থাকলে এগুলোতে "কলকলাহ" হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ নিচের শব্দগুলোতে কলকলাহ হবে:

أَقْلاَمٌ، إِطْعَامٌ، أَجْمَعِيْنَ، إِبْراهِيمُ، أَحَدٌ

কলকলাহ বেশী, মাঝারি ও কম হয়, শব্দের শেষে তাশদীদ বিশিষ্ট কলকলার হরফ থাকলে এতে ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে কলকলাহ বেশী হবে, আর শব্দের শেষে অবস্থিত কলকলার হরফে তাশদীদ ব্যতীত অন্য কোন হরকত থাকলে সুকূন দিয়ে ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে মাঝারি কলকলাহ হবে, আর শব্দের মধ্যবর্তী সুকূনবিশিষ্ট হরফে তা ছোট হবে, যেমন:

বড় কলকলাহ: **وَتَبَّ**

মাঝারি কলকলাহ: **وَمَا كَسَبَ**

ছোট কলকলাহ: **إِبْرَاهِيْم**

৩.৮ সিফাত ১৩: লীন (لِيْن)

"লীন" অর্থ বিনা কষ্টে সহজে উচ্চারিত হওয়া। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ২টি, এগুলো হচ্ছেঃ (و ي) - যখন এরা "সাকিন" হয় এবং পূর্বের হরফে যবর থাকে। যেমনঃ بَيْتٌ، خَوْفٌ।

৩.৯ সিফাত ১৪: ইনহিরাফ (اِنْحِرَاف)

"ইনহিরাফ" অর্থ নিজ মাখরাজ থেকে ঝুঁকে নিকটবর্তী অপর হরফের মাখরাজের সাথে সংযুক্ত হওয়া। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ২টি, এগুলো হচ্ছেঃ (ل ر)। "লাম" নূনের মাখরাজের দিকে ঝুঁকে যায়, আর "রা" লামের মাখরাজের দিকে ঝুঁকে যায়, তাই লামের উচ্চারণ যথার্থ না হলে নূনের সাথে এর সাদৃশ্য তৈরী হয়, অপরপক্ষে রা এর উচ্চারণ যথার্থ না হলে লামের সাথে এর সাদৃশ্য তৈরী হয়। এজন্য এই দুটি হরফ উচ্চারণের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৩.১০ সিফাত ১৫: তাকরীর (تَكْرِير)

"তাকরীর" অর্থ জিহ্বার অগ্রভাগের কম্পন যার ফলে হরফের দ্বিরুক্তি হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ১টি, তা হচ্ছেঃ রা(ر)। "রা" এর পুনরাবৃত্তি হওয়ার প্রবণতা প্রবল হয় যখন তা তাশদীদ যুক্ত হয়। **রা এর পুনরাবৃত্তি কাম্য নয়**। বরং তা দমন করতে হবে। তাকরীর দমন করার জন্য জিহ্বাকে **একবার** মজবুতভাবে স্থাপন করতে হবে। তাকরীর দমন করার অর্থ এই নয় যে জিহ্বার কম্পন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে, বরং স্বাভাবিকভাবেই রা উচ্চারণের ক্ষেত্রে জিহ্বা কিছুটা প্রকম্পিত হয়ে থাকে, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে রা এর পুনরাবৃত্তি দমন করা।

৩.১১ সিফাত ১৬: তাফাশ্‌শী (التَّفَشِّي)

"তাফাশ্‌শী" অর্থ মুখের ভিতরে বাতাস ও শব্দ ছড়িয়ে পড়া। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরফ ১টি, তা হচ্ছে: শীন(ش)।

৩.১২ সিফাত ১৭: ইসতিতালাহ (اِسْتِطَالَة)

এটি দ্বাদ(ض) এর বৈশিষ্ট্য । এর অর্থ জিহ্বার পাশের প্রথম অংশ থেকে লামের মাখরাজ পর্যন্ত শব্দের বিস্তৃতি।

৩.১৩ আরবী হরফের সিফাতের তালিকা

সিফাত	ব্যাখ্যা	হরফ
হাম্‌স	বাতাস নির্গত হওয়া	فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ
জাহর	বাতাস নির্গত না হওয়া	দশটি ছাড়া বাকীগুলো
শিদ্দাহ	শক্ত, আওয়াজ বন্ধ থাকা	أَجِدْ قَطٍ بَكَتْ
তাওয়াস্‌সুত	মাঝারী, কিছুক্ষণ আওয়াজ থাকা	لِنْ عُمَرْ
রাখাওয়াহ	নরম, আওয়াজ অব্যাহত থাকা	বাকীগুলো
ইসতি'লা	জিহ্বার পেছনের অংশ উঁচু করে উচ্চারণ করার ফলে আওয়াজ ভারী বা মোটা হওয়া	خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ
ইসতিফাল	জিহ্বার পেছন উঁচু না হওয়ার ফলে আওয়াজ পাতলা হওয়া	সাতটি ছাড়া বাকীগুলো
ইতবাক	জিহ্বা তালুর অতি নিকটবর্তী হওয়ার ফলে আওয়াজ অতি মোটা হওয়া	ص ض ط ظ
ইনফিতাহ	ইতবাক না হওয়া	চারটি ছাড়া বাকীগুলো
ইযলাক	জিহ্বা অথবা ঠোঁটের প্রান্ত থেকে সহজে, হালকা ভাবে বিনা কষ্টে উচ্চারিত হওয়া	فِرَّ مِنْ لُبّ
ইসমাত	ইযলাক না হওয়া	ছয়টি ছাড়া বাকীগুলো
সফীর	বাড়তি তীক্ষ্ণ আওয়াজ	ز س ص
কলকলাহ	প্রতিধ্বনি	قُطْبُ جَدٍ
লীন	সাবলীলভাবে উচ্চারিত হওয়া	و ي
ইনহিরাফ	অপর মাখরাজের দিকে ঝোঁক	ل ر
তাকরীর	দ্বিরুক্তির প্রবণতা	ر
তাফাশ্‌শী	বাতাস ও শব্দ ছড়িয়ে পড়া	ش
ইসতিতালাহ	আওয়াজ বিস্তৃত হওয়া	ض

অধ্যায় ৪
নূন সাকিন ও তানউইন, তাশদীদ সহ নূন ও মীম এবং মীম সাকিন এর নিয়ম
(أَحْكَمُ الْمِيْمِ وَالنُّوْنِ السَّاكِنَتَيْنِ وَالْمُشَدَّدَتَيْنِ والتَّنْوِيْنِ)

কুরআনের কোন স্থানে নূন সাকিন (অর্থাৎ যে নূনের ওপর সুকূন বা জযম আছে) অথবা তানউইন আসলে একে অবস্থাভেদে নিম্নলিখিত চারটি নিয়মের যে কোন একটি অনুযায়ী পড়তে হয়:

৪.১ নিয়ম ১: স্পষ্ট করে পড়া (إِظْهَار)

নূন সাকিন অথবা তানউইনের পরে যদি হালক বা কণ্ঠনালীর ছয়টি হরফের (ء ه ع ح غ خ) কোনটি আসে তাহলে নূন সাকিন অথবা তানউইনকে স্পষ্ট করে স্বাভাবিকভাবে পড়তে হয়, একে ইযহার বলে।

৪.১.১ ইযহারের উদাহরণ

উদাহরণ (তানউইন)	উদাহরণ (নূন সাকিন)	হরফ
كُفُوًا أَحَد	يَنْأَوْنَ	ء
سَلاَمٌ هِيَ	فَلاَ تَنْهَرْ	هـ
يَوْمَئِذٍ عَنْ	أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	ع
نَارٌ حَامِيَة	وَانْحَرْ	ح
أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ	فَسَيُنْغِضُونَ	غ
ذَرَّةٍ خَيْراً	مَنْ خَافَ	خ

৪.২ নিয়ম ২: মিলিয়ে পড়া (إِدْغَام)

নূন সাকিন অথবা তানউইনের পরে নির্দিষ্ট ছয়টি হরফের কোনটি আসলে নূন সাকিন অথবা তানউইনকে পরবর্তী হরফের সাথে যুক্ত করে "তাশদীদ" সহকারে পড়তে হয়, একে ইদগাম বলে। এই ছয়টি হরফ হল:

ر ل م ن و ي

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হল: **ইয়ারমালুন** (يَرْمَلُوْنَ)। ইদগাম গুন্নাহ সহ এবং গুন্নাহ ছাড়া হতে পারে।

এই ছয়টি হরফের মধ্যে চারটি হরফের ক্ষেত্রে গুন্নাহ সহ ইদগাম করতে হয়, এগুলো হল:

م ن و ي

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হল: **ইয়ানমূ** (يَنْمُو)। গুন্নাহ সহ ইদগাম করার ক্ষেত্রে ১ আলিফ পরিমাণ সময় ব্যয় করতে হবে।

বাকী দুটি হরফ **লাম** ও **রা** এর ক্ষেত্রে গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম করা হয়। গুন্নাহ ছাড়া ইদগামের ক্ষেত্রে সময় ব্যয় না করে পরিপূর্ণভাবে মিলিয়ে পড়তে হবে।

৪.২.১ ইদগামের উদাহরণ (গুন্নাহ সহ)

উদাহরণ (তানউইন)	উদাহরণ (নূন সাকিন)	হরফ
يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ	مَنْ يَعْمَل	ي
حِطَّةٌ نَغْفِر	إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى	ن
حَبْلٌ مِنْ	مِنْ مَّسَد	م
لَهَبٍ وَتَبَّ	مِنْ وَّالٍ	و

৪.২.২ ইদগামের উদাহরণ (গুন্নাহ ছাড়া)

উদাহরণ (তানউইন)	উদাহরণ (নূন সাকিন)	হরফ
عِيْشَةٍ رَّاضِيَة	عَنْ رَّبِّهِم	ر
وَيْلٌ لِّكُلِّ	يَكُنْ لَّهُ	ل

৪.৩ নিয়ম ৩: পরিবর্তন করে পড়া (إِقْلَاب)

নূন সাকিন অথবা তানউইনের পরে বা(ب) আসলে একে পরিবর্তন করে মীম হিসেবে উচ্চারণ করার বিধানকে ইকলাব অর্থাৎ পরিবর্তন করে পড়া বলা হয়। এক্ষেত্রে একই সাথে তিনটি কাজ করতে হয়:

ক. নূন সাকিন অথবা তানউইনের পরিবর্তে মীম পড়তে হয়।

খ. এই মীমকে অস্পষ্ট (إِخْفَاء) করে পড়তে হয়। একে অস্পষ্ট করার উপায় হল দুই ঠোঁটের মাঝে খুব সামান্য ফাঁক রাখা অথবা দুই ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করলেও চাপ কম দেয়া যেন তা অস্পষ্ট শোনায়।

গ. ১ আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করতে হয়।

৪.৩.১ ইকলাবের উদাহরণ

উদাহরণ (তানউইন)	উদাহরণ (নূন সাকিন)	হরফ
سَبَإٍ بِنَبَإٍ	مِنْ بَعْدِ	ب

৪.৪ নিয়ম ৪: অস্পষ্ট বা গোপন করে পড়া (إِخْفَاء)

নূন সাকিন অথবা তানউইনের পরে নির্দিষ্ট ১৫ টি হরফ (ইযহার, ইদগাম এবং ইকলাবের হরফ বাদে বাকী যেকোন হরফ) আসলে নূন সাকিন অথবা তানউইনকে গুন্নাহ সহ গোপন করে বা অস্পষ্ট ভাবে পড়তে হয়, একে ইখফা বলা হয়। গোপন করার পদ্ধতি হল পরবর্তী হরফের মাখরাজের নিকটবর্তী স্থান থেকে একে উচ্চারণ করা।

৪.৪.১ ইখফার উদাহরণ

উদাহরণ (তানউইন)	উদাহরণ (নূন সাকিন)	হরফ
نَاراً تَلَظَّى	أَنْتُم	ت
مَاءً ثَجَّاجاً	مَنْ ثَقُلَتْ	ث
حُبّاً جَمّاً	أَنْجَيْنَاه	ج
دَكّاً دَكّاً	عِنْدَ	د
يَوْمٍ ذِيْ	لِيُنْذِرَ	ذ
نَفْساً زَكِيَّةً	أَنْزَلْنَا	ز
خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ	اَلإِنْسَانُ	س
سَبْعاً شِدَاداً	فَمَنْ شَاءَ	ش
صَفّاً صَفّاً	فَانْصَبْ	ص
قُوَّةٍ ضَعْفاً	مَنْضُوْد	ض
بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ	يَنْطِقُ	ط
ظِلاًّ ظَلِيْلاً	فَانْظُرُوا	ظ
إِطْعَامٌ فِيْ	أَنْفُسَهُمْ	ف
عَذَاباً قَرِيْباً	أَنْقَضَ	ق
إِذاً كَرَّةٌ	مِنْكُمْ	ك

৪.৫ নূন সাকিন এবং তানউইনের নিয়মের সংক্ষিপ্ত চার্ট

হুকুম	পরবর্তী হরফ	
ইযহার	ء ه ع ح غ خ	
ইদগাম	يَرْمَلُوْنَ	
	গুন্নাহ সহ	গুন্নাহ ছাড়া
	يَنْمُو	ل ر
ইকলাব	ب	
ইখফা	ওপরের হরফগুলো বাদে বাকীগুলো	

৪.৬ মীম ও নূনের ওপর তাশদীদ

নূন অথবা মীমের ওপর তাশদীদ থাকলে ১ আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করতে হবে।

৪.৬.১ গুন্নাহর উদাহরণ

উদাহরণ	হরফ
عَمَّ يَتَسَاءلُونَ	مّ
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا	نّ

৪.৭ মীম সাকিন এর নিয়ম

কুরআনের কোন স্থানে মীম সাকিন আসলে একে নিম্নলিখিত তিনটি নিয়মের যেকোন একটি অনুযায়ী পড়তে হয়:

৪.৭.১ ইখফা অর্থাৎ অস্পষ্ট করে পড়া

মীম সাকিনের পরে বা(بْ) হরফটি আসলে মীমকে গুন্নাহ সহ অস্পষ্ট করে পড়া হয়। মীমকে অস্পষ্ট করার উপায় হল দুই ঠোঁটের মাঝে খুব সামান্য ফাঁক রাখা অথবা দুই ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করলেও চাপ কম দেয়া যেন তা অস্পষ্ট শোনায়। সেই সাথে ১ আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করতে হবে।

৪.৭.২ ইদগাম বা যুক্ত করে পড়া

মীম সাকিনের পরে মীম (م) আসলে উভয় মীমকে যুক্ত করে তাশদীদ দিয়ে ১ আলিফ গুন্নাহ সহকারে পড়া হয়।

৪.৭.৩ ইযহার বা স্পষ্ট করে পড়া

মীম সাকিনের পরে **বা** ও **মীম** বাদে অন্য যে কোন হরফ আসলে মীমকে স্পষ্ট করে স্বাভাবিকভাবে পড়তে হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল ওয়াও(و) ও ফা(ف), কেননা এ দুটো হরফের একটি পরে আসলে মীমের ইখফা বা অস্পষ্ট হওয়ার প্রবণতা তৈরী হয়, তাই و এবং ف তে ইখফা না করার ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক হতে হবে।

৪.৮ মীম সাকিনের বিভিন্ন নিয়মের চার্ট ও উদাহরণ

নিয়ম	পরবর্তী হরফ	উদাহরণ
ইখফা অর্থাৎ অস্পষ্ট করে পড়া	ب	فَاحْكُمْ بَيْنَهُم
ইদগাম অর্থাৎ মিলিয়ে পড়া	م	كَمْ مِّنْ
ইযহার অর্থাৎ স্পষ্ট করে পড়া	অন্যান্য হরফ	ذَرَأَكُمْ فِي الْارْضِ أَنْتُم وَ شُرَكاءكُم

অধ্যায় ৫
মাদ্দের প্রকারভেদ ও বিধান
(أَقْسَامُ المَدِّ وأَحْكَامُهَا)

আরবী ভাষায় কিছু হরফ টেনে পড়তে হয়। এই টানের নির্দিষ্ট মাত্রা আছে, বিশুদ্ধ আরবী ভাষাভাষীদের কাছ থেকে শুনে এই টানের পরিমাণ বোঝা যায়। আরবী ভাষায় স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান মাদ্দ বা টানের পাশাপাশি আল-কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত মাদ্দ বা টানের বিধান রয়েছে, এই অধ্যায়ে এই সকল মাদ্দের প্রকারভেদ ও এগুলোর দৈর্ঘ্য বর্ণনা করা হবে।

৫.১ মাদ্দের হরফ

মাদ্দের হরফ তিনটি: ا ي و

অর্থাৎ আল-কুরআনের কোথাও আলিফ, মাদ্দের ইয়া (অর্থাৎ ইয়া সাকিন যার পূর্বের হরফে যের আছে) অথবা মাদ্দের ওয়াও (অর্থাৎ ওয়াও সাকিন যার পূর্বের হরফে পেশ আছে) আসলে সেস্থানে টেনে পড়তে হবে। যেমন :

نُوْحِيْهَا

এই শব্দে আলিফ, মাদ্দের ইয়া এবং মাদ্দের ওয়াও - এই তিনটি হরফের সমন্বয় ঘটেছে। ফলে একে টেনে পড়তে হবে:

নূউ-হীই-হা

৫.২ মাদ্দের প্রকারভেদ

মাদ্দ ২ ভাগে বিভক্ত:

১) আসলী(الأَصْلِيّ) বা তাবী'ঈ(الطَّبِيْعِيّ) অর্থাৎ স্বাভাবিক মাদ্দ

২) ফারঈ অর্থাৎ স্বাভাবিক মাদ্দ থেকে উদ্ভূত মাদ্দ (المَدُّ الفَرْعِيّ)

৫.২.১ মাদ্দ আসলী বা তাবী'ঈ

মাদ্দ আসলী অর্থাৎ স্বাভাবিক মাদ্দ হল এমন মাদ্দ যার শুরুতে হামযা এবং পরে হামযা অথবা সুকুন নেই। এর পরিমাণ হচ্ছে ১ আলিফ অথবা ২ হরকত। ১ আলিফ কতক্ষণ তা শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে শিখতে হবে, এছাড়া তা জানার দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

উদাহরণ: نُوْحِيْهَا বিধান: ১ আলিফ।

৫.২.১.১ যে মাদ্দ মাদ্দে আসলীর বিধান অনুসরণ করে

কিছু মাদ্দ আছে যা সংজ্ঞা অনুযায়ী মাদ্দে আসলী না হলেও একে মাদ্দে আসলীর সমপরিমাণ টানা হয়, যেমন:

৫.২.১.১.১ মাদ্দ সিলা সুগরা (مَدُّ الصِّلَة الصُغْرَى)

আরবীতে নামপুরুষ একবচনের জন্য পুংলিঙ্গে যে সংযুক্ত সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, যা কিনা শব্দের শেষে হা-পেশ (هُ) বা হা-যের (هِ) আকারে আসে, সেই হা-পেশ ও হা-যের কে এক আলিফ টেনে পড়া হয়, এই টানকে মাদ্দ সিলা সুগরা বলা হয়।

উদাহরণ: إِنَّهُۥ كَانَ বিধানঃ ১ আলিফ।

উদাহরণ: لِنُخْرِجَ بِهِۦ حَبًّا বিধানঃ ১ আলিফ।

এখানে প্রথম উদাহরণে ১ আলিফ টেনে **ইন্নাহূ-কানা** পড়া হবে, দ্বিতীয় উদাহরণে ১ আলিফ টেনে **বিহী-হাব্বা** পড়া হবে।

এ ধরনের হা-পেশ বা হা-যেরের পরে হামযা আসলে সেই মাদ্দ পরিবর্তিত হয়ে মাদ্দ সিলা কুবরা - তে পরিণত হয়, এর বিবরণ সামনে আসছে।

তবে এই ধরনের **হা** এর পূর্ববর্তী হরফে যদি সুকূন (অর্থাৎ জযম) থাকে, তবে একে টানা হয় না, যেমন:

উদাহরণ: عَنْهُ مَالُهُۥ

উদাহরণ: فِيهِ هُدًى

এখানে প্রথম উদাহরণে না টেনে **আনহুমালুহূ** পড়া হবে, দ্বিতীয় উদাহরণে না টেনে **ফিইহিহুদা** পড়া হবে।

৫.২.১.১.২ মাদ্দ ইওয়াদ (مَدُّ العِوَض)

কোন শব্দের শেষে যদি দুই যবর হিসেবে তানউইন থাকে, তবে সেই শব্দের শেষে ওয়াকফ(অর্থাৎ তিলাওয়াতে বিরতি) করার সময় তানউইন না পড়ে এক আলিফ টেনে থামতে হয়, এই মাদ্দকে মাদ্দ ইওয়াদ বলে।

উদাহরণ: أَفْوَاجًا বিধান: ১ আলিফ।

এখানে **আফওয়াজান** শব্দে ওয়াকফ করার সময় **আফওয়াজা-** পড়ে থামা হয়। এই মাদ্দের পরিমাণ ১ আলিফ।

৫.২.২ মাদ্দ ফার'ঈ

এমন মাদ্দ যার সাথে মাদ্দকে বৃদ্ধি করার কারণ (سَبَب) উপস্থিত, আর এই কারণ হচ্ছে হামযা অথবা সুকূন। মাদ্দ ফার'ঈকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: ১) হামযার কারণ উদ্ভূত ও ২) সুকূনের কারণে উদ্ভূত ফারঈ মাদ্দ।

৫.২.২.১ হামযার কারণে উদ্ভূত ফারঈ মাদ্দ

এই মাদ্দ চার প্রকার:

৫.২.২.১.১ মাদ্দ মুত্তাসিল (المَدُّ المُتَّصِلُ)

মাদ্দের পরে একই শব্দে হামযা আসলে, একে মাদ্দ মুত্তাসিল বলা হয়, এর পরিমাণ ২ আলিফ বা ৪ হরকত। ২ আলিফ ১ আলিফের তুলনায় বেশী, তা ঠিক কতটুকু সেটা শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে শিখতে হবে।

উদাহরণ: جَآءَ বিধান: ২ আলিফ।

এখানে ২ আলিফ টেনে **জা--আ** পড়তে হবে।

৫.২.২.১.২ মাদ্দ মুনফাসিল (الْمَدُّ الْمُنْفَصِلُ)

মাদ্দের পরে ভিন্ন শব্দে হামযা আসলে, একে মাদ্দ মুনফাসিল বলা হয়। এর পরিমাণও ২ আলিফ বা ৪ হরকত[১২]।

উদাহরণ: إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ বিধান: ২ আলিফ।

এখানে ২ আলিফ টেনে **ইন্না--আত্বাইনাকা** পড়তে হবে।

৫.২.২.১.৩ মাদ্দ বাদাল (مَدُّ الْبَدَل)

মাদ্দের হরফের পূর্বে হামযা আসলে তাকে মাদ্দ বাদাল বলা হয়। এর পরিমাণও ১ আলিফ। তবে কোন কোন রিওয়ায়েতে এর পরিমাণ ১ আলিফের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে।

উদাহরণ: ءَامَنَهُم .لِإِيلَٰفِ . ٱلْأُولَىٰ বিধান: ১ আলিফ।

উচ্চারণ: আ-মানাহুম, লিই-লাফি, আলঊ-লা

৫.২.২.১.৪ মাদ্দ সিলা কুবরা (مَدُّ الصِّلَةِ الْكُبْرَى)

মাদ্দ সিলা সুগরার পরে হামযা আসলে তাকে মাদ্দ সিলা কুবরা বলা হয়। একে ২ আলিফ পরিমাণ টানা হয়।

---

[১২] ইমাম আশ-শাতিবীর পদ্ধতি অনুযায়ী হাফস রিওয়ায়েতে মাদ্দ মুনফাসিল ২ আলিফ, অন্য পদ্ধতিতে এর পরিমাণে ভিন্নতা আছে।

উদাহরণ: مَالَهُۥٓ إِذَا বিধান: ২ আলিফ।

উদাহরণ: بِهِۦٓ إِلَّا বিধান: ২ আলিফ।

এখানে প্রথম উদাহরণে ২ আলিফ টেনে **মালুহূ--ইযা** পড়া হবে, দ্বিতীয় উদাহরণে ২ আলিফ টেনে **বিহী--ইল্লা** পড়া হবে।

৫.২.২.২ সুকুনের কারণে উদ্ভূত ফারঈ মাদ্দ
এই মাদ্দ তিন প্রকার:

৫.২.২.২.১ মাদ্দ আরিদ লিস্‌সুকুন (المَدُّ العَارِضُ لِلسُّكُون)

মাদ্দের পর ওয়াকফ করা অর্থাৎ থামার কারণে অস্থায়ী সুকূন আসলে তাকে মাদ্দ আরিদ লিস্‌সুকূন বা সংক্ষেপে মাদ্দ আরিদ বলা হয়। এ ধরনের মাদ্দকে ১ আলিফ, ২ আলিফ বা ৩ আলিফ টানা যায়:

উদাহরণ: ٱلْعِمَاد . ٱلْفِيلِ . مَّأْكُول ১/২/৩ আলিফ

উদাহরণস্বরূপ এখানে আল ফীল শব্দের শেষে ওয়াকফ করলে অর্থাৎ তিলাওয়াতে বিরতি দিলে যেহেতু মাদ্দের পরে সুকূন দিয়ে থামা হবে, সেজন্য তা মাদ্দ আরিদ হবে। এই সুকূনকে অস্থায়ী বলার কারণ এই যে শুধু মাত্র ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে তা থাকে, নতুবা না থামলে সেটা সুকূন থাকে না। যেমন: শব্দটি ছিল **আল ফীলি** যার শেষের হরফ লামে যের ছিল, কেউ মিলিয়ে পড়লে লাম যের লি পড়বে, কিন্তু থেমে গেলে লামকে সুকূন বা জযম দিয়ে পড়বে, আর তাই এই সুকূনটি অস্থায়ী, আর এজন্য একে মাদ্দ আরিদ বলা হয়। এই মাদ্দকে ১ আলিফ টানলেই যথেষ্ট, আর একে ২ আলিফ বা ৩ আলিফ পর্যন্ত বর্ধিত করা ঐচ্ছিক।

উচ্চারণ:

১) اَلْعِمَاد : আল ইমা-দ/ আল ইমা--দ/ আল ইমা---দ

২) اَلْفِيلِ : আল ফী-ল/আল ফী--ল/আল ফী---ল

৩) مَّأْكُول : মাকূ-ল/ মাকূ--ল/ মাকূ---ল

সতর্কতা: আমাদের দেশে বহু সম্মানিত ইমাম ও হাফিয কোন কোন আসলী মাদ্দকে ভুলবশত আরিদ হিসেবে পড়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ এই আয়াতটি লক্ষ্য করুন:

وَادْخُلِي جَنَّتِي

এখানে আয়াতের শেষে ইয়া সাকিন আছে, এটি স্থায়ী সুকূন এবং এখানে যে মাদ্দ আছে সেটি আসলী অর্থাৎ একে ১ আলিফ টানতে হবে। অনেকে একে মাদ্দ আরিদ মনে করে ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে ৩ আলিফ পর্যন্ত টেনে থাকেন - এটা ঠিক নয়।

৫.২.২.২.২ মাদ্দ লীন (مَدُّ اللِّيْن)

লীনের ওয়াও অথবা লীনের ইয়া - এর পরের হরফে ওয়াকফ করা অর্থাৎ থামার কারণে সুকূন আসলে এই মাদ্দের উদ্ভব হয়। লীনের ইয়া হল ইয়া সাকিন পূর্বে যবর, আর লীনের ওয়াও হল ওয়াও সাকিন পূর্বে যবর। এ ধরনের মাদ্দকে ১ আলিফ, ২ আলিফ বা ৩ আলিফ টানা যায়।

উদাহরণ: قُرَيْشٍ . خَوْفٍ বিধান: ১/২/৩ আলিফ।

এখানে কুরাঈশিন শব্দটিতে ওয়াকফ করলে বা থামলে সুকূন দিয়ে কুরাঈশ পড়া হয়, তাই এখানে ১ আলিফ অথবা ২ আলিফ অথবা ৩ আলিফ পরিমাণ টানা যাবে। যেমনঃ কুরাঈ-শ/কুরাঈ--শ /কুরাঈ---শ

তেমনি খাওফিন শব্দে ওয়াকফ করলে ফা কে সুকূন দিয়ে পড়া হয়, আর তাই এখানেও ১, ২ বা ৩ আলিফ টেনে থামা যাবে। যেমনঃ খাউ-ফ/খাউ--ফ/খাউ---ফ

৫.২.২.২.৩ মাদ্দ লাযিম (المَدُّ اللاَّزِمُ)

মাদ্দের পর স্থায়ী সুকূন থাকলে একে মাদ্দে লাযিম বলা হয়। স্থায়ী সুকূন হল এমন সুকূন যা ওয়াকফ করা বা না করা - উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। এই ধরনের মাদ্দের বিধান হলঃ একে ৩ আলিফ টেনে পড়তে হবে। এটিই দীর্ঘতম মাদ্দ।

উদাহরণঃ ٱلضَّآلِّينَ বিধানঃ ৩ আলিফ।

এখানে দ্বাললীন শব্দটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এতে আলিফের মাদ্দের পরবর্তী লাম হরফটি সুকূন বিশিষ্ট, কেননা এতে তাশদীদ আছে আর তাশদীদের প্রথম অংশকে সুকূন বিবেচনা করা যায়। আর এই সুকূন স্থায়ীভাবে বিদ্যমান এজন্য একে সবসময় ৩ আলিফ টেনে পড়তে হবে, যেমনঃ
দ্বা---ললীন

৫.৩ মাদ্দ লাযিমের প্রকারভেদ

মাদ্দ লাযিম দুই প্রকারঃ

৫.৩.১ মাদ্দ লাযিম কিলমী (المَدُّ اللاَّزِمُ الكِلْمِيُّ)

অর্থাৎ শব্দে আগত মাদ্দ লাযিম। এটি আরও দুভাগে বিভক্ত:

৫.৩.১.১ মাদ্দ লাযিম কিলমী মুসাক্কাল (المَدُّ اللاَّزِمُ الكِلْمِيُّ المُثَقَّلُ)

কোন শব্দে মাদ্দের পরে তাশদীদ আসলে যে মাদ্দ লাযিম হয়, তাকে মাদ্দ লাযিম কিলমী মুসাক্কাল বলা হয়।

উদাহরণ: ٱلضَّآلِّينَ বিধান: ৩ আলিফ।

উচ্চারণ: দ্বা---ললীন

৫.৩.১.২ মাদ্দ লাযিম কিলমী মুখাফ্ফাফ্ (المَدُّ اللاَّزِمُ الكِلْمِيُّ المُخَفَّفُ)

কোন শব্দে মাদ্দের পরে স্থায়ী সুকূন আসলে যে মাদ্দ লাযিম হয়, তাকে মাদ্দ লাযিম কিলমী মুখাফফাফ বলে।

উদাহরণ: ءَآلْـَٔـٰنَ বিধান: ৩ আলিফ।

উচ্চারণ: আ---লআনা

৫.৩.২ মাদ্দ লাযিম হারফী (المَدُّ اللاَّزِمُ الحَرْفِيّ)

অক্ষরে আগত মাদ্দ লাযিমকে মাদ্দ লাযিম হারফী বলা হয়। আল কুরআনে কোন কোন সূরার শুরুতে বিচ্ছিন্ন কিছু অক্ষর রয়েছে, যেমন:

الٓمٓ، يسٓ، قٓ

আল কুরআনের বিভিন্ন সূরার শুরুতে আরবী বর্ণমালার মোট ১৪টি হরফ এসেছে, তা হল:

ا ح ر س ص ط ع ق ك ل م ن ه ي

এগুলোকে সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হল: **সিলহু সুহাইরান মান কাতাআকা** (**صِلْهُ سُحَيْراً مَنْ قَطَعَكَ**)। এই ১৪টি হরফের কোনটি মাদ্দ বিহীন, কোনটিকে ১ আলিফ টেনে পড়তে হয়, কোনটি ২ আলিফ টেনে পড়া যায় আর বাকীগুলো মাদ্দ লাযিম সহকারে ৩ আলিফ টেনে পড়তে হয়, এগুলোর তালিকা হল:

সূরার শুরুতে আগত অক্ষর:	ا ح ر س ص ط ع ق ك ل م ن ه ي (**صِلْهُ سُحَيْراً مَنْ قَطَعَكَ**)
মাদ্দ বিহীন	ا
১ আলিফ মাদ্দ	ح ر ط ه ي (**حَيّ طَاهِر**)
২ আলিফ মাদ্দ	ع
৩ আলিফ মাদ্দ (মাদ্দ লাযিম)	س ص ع ق ك ل م ن (**كَمْ عَسَلْ نَقَص**)

এই তালিকার শেষের আটটি অক্ষরকে “সুলাসী” (ثُلاثِيّ) বলা হয়, যা মাদ্দ লাযিম সহকারে পড়তে হয়, এগুলো হল:

س ص ع ق ك ل م ن

এগুলো সহজে মনে রাখার জন্য একটি বাক্য হল **কাম আসাল নাকাস** (**كَمْ عَسَلْ نَقَص**)। মাদ্দ লাযিম হারফী আরও দুভাগে বিভক্ত:

৫.৩.২.১ মাদ্দ লাযিম হারফী মুসাক্কাল (الْمَدُّ اللاَّزِمُ الْحَرْفِيُّ الْمُثَقَّلُ)

আল কুরআনের সূরাসমূহের শুরুতে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন সুলাসী হরফের শেষে তাশদীদ আসলে একে মাদ্দ লাযিম হারফী মুসাক্কাল বলা হয়।

উদাহরণ: الٓمٓ বিধান: ৩ আলিফ।

এখানে লাম হরফটিতে মাদ্দ লাযিম হারফী মুসাক্কাল হবে। এখানে ৩ আলিফ টেনে এভাবে পড়া হবে: **আলিফ লা---মমী---ম**।

৫.৩.২.২ মাদ্দ লাযিম হারফী মুখাফ্ফাফ্ (الْمَدُّ اللاَّزِمُ الْحَرْفِيُّ الْمُخَفَّفُ)

আল কুরআনের সূরাসমূহের শুরুতে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন সুলাসী হরফের শেষে সুকূন আসলে একে মাদ্দ লাযিম হারফী মুখাফফাফ বলা হয়।

উদাহরণ: صٓ ۚ . قٓ ۚ বিধান: ৩ আলিফ।

যেমন এখানে সাদ ও ক্বাফ হরফ গুলোতে মাদ্দ লাযিম হারফী মুখাফফাফ হবে। এখানে ৩ আলিফ টেনে এভাবে পড়া হবে:

স্বা---দ, ক্বা---ফ।

৫.৪ মাদ্দের প্রকারভেদ ও বিধানের চার্ট
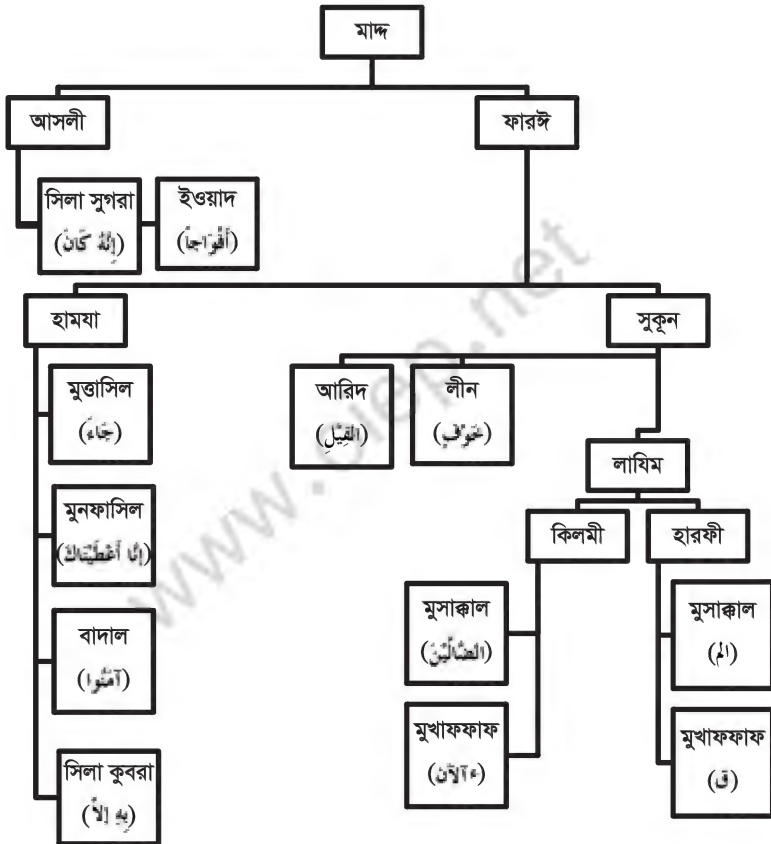
অধ্যায় ৬
ইদগাম বা সংযুক্তি
(الإدغام)

ইদগাম অর্থ যুক্ত করা। পাশাপাশি দুটো হরফের সংযুক্তিকে ইদগাম বলা হয়। মৌলিকভাবে ইদগাম দুই ভাগে বিভক্ত:

ক. ইদগাম কবীর (**اَلْإِدْغَامُ الكَبِيرُ**): হরকতযুক্ত দুটি হরফের সংযুক্তিকে ইদগাম কবীর বলা হয়।

খ. ইদগাম সগীর(**اَلْإِدْغَامُ الصَّغِيْرُ**): প্রথমটি সুকূনবিশিষ্ট ও দ্বিতীয়টি হরকতবিশিষ্ট - এরূপ দুটি হরফের সংযুক্তিকে ইদগাম সগীর বলা হয়।

আমাদের দেশসহ বিশ্বের বেশীরভাগ স্থানে সাধারণত যে রিওয়ায়েতে তিলাওয়াত হয়, সেই হাফস রিওয়ায়েতে কেবল একটি স্থানে ইদগাম কবীর রয়েছে, এটি হচ্ছে সূরা আল-কাহফের ৯৫ নং আয়াতে অবস্থিত মাক্কান্নী(**مَكَّنِّي**) শব্দটি যা মূলে মাক্কানানী(**مَكَّنَنِي**) ছিল, অতঃপর **নূন যবর** ও **নূন যের** পরস্পর যুক্ত হয়ে তাশদীদযুক্ত একটি নূন হয়েছে। এছাড়া হাফস রিওয়ায়েতের বাকী সব ইদগামই ইদগাম সগীর। সুতরাং আমাদের পরবর্তী আলোচনা ইদগাম সগীরের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবে।

সংযুক্ত অক্ষরদ্বয়ের মাখরাজ ও সিফাত ভেদে ইদগাম তিন ভাগে বিভক্ত:

৬.১ ইদগামুল মিসলাইন(إِدْغَامُ الْمِثْلَيْنِ)

একই মাখরাজ ও সিফাত বিশিষ্ট অক্ষর অর্থাৎ একই অক্ষরের সংযুক্তি হলে একে ইদগামুল মিসলাইন বলা হয়।

উদাহরণ: اِضْرِبْ بِعَصَاكَ

এখানে পাশাপাশি বা-সাকিন (بْ) ও বা-যের (بِ)আছে, তাই এখানে দুটি **বা** আলাদা না পড়ে যুক্ত করে তাশদীদ দিয়ে পড়া হবে, একে ইদগামুল মিসলাইন বলা হয়।

৬.২ ইদগামুল মুতাকারিবাইন(إِدْغَامُ الْمُتَقَارِبَيْنِ)

নিকটবর্তী মাখরাজ ও ভিন্ন সিফাত বিশিষ্ট অক্ষরের সংযুক্তিকে ইদগামুল মুতাকারিবাইন বলে।

উদাহরণ: إِنْ لَبِثْتُم

এখানে নূন সাকিনের পরে লাম যবর আছে, এক্ষেত্রে নূন ও লাম আলাদা আলাদা করে না পড়ে একত্রে যুক্ত করে **ইল-লাবিসতুম** পড়া হবে।

হাফস রিওয়ায়েত অনুযায়ী কুরআনে ২০টি ভিন্ন সমন্বয়ে ইদগামুল মুতাকারিবাইন রয়েছে, এর বিবরণ সামনে আসছে।

৬.৩ ইদগামুল মুতাজানিসাইন(إِدْغَامُ الْمُتَجَانِسَيْنِ)

একই মাখরাজ ও ভিন্ন সিফাত বিশিষ্ট অক্ষরের সংযুক্তিকে ইদগামুল মুতাজানিসাইন বলে।

উদাহরণ: قَدْ تَبَيَّن

এখানে দাল-সাকিন এর পরে তা-যবর আছে, ফলে **দাল** ও **তা** আলাদা করে না পড়ে যুক্ত করে কাত-তাবাইয়ানা পড়া হয়, অর্থাৎ দাল বিলুপ্ত হয়ে তাশদীদ সহ তা হিসেবে পড়া হয়।

হাফস রিওয়ায়েত অনুযায়ী কুরআনে ৭টি ভিন্ন সমন্বয়ে ইদগামুল মুতাজানিসাইন রয়েছে, এর বিবরণ সামনে আসছে।

সংযুক্তির প্রকারভেদে ইদগাম দুই প্রকার:

৬.৪. ইদগাম তাম (الإِدْغَامُ التَّامُّ)

এর অর্থ পরিপূর্ণ সংযুক্তি। এক্ষেত্রে সংযুক্ত অক্ষর দুটি তাশদীদ বিশিষ্ট একটি অক্ষরে পরিণত হয় এবং প্রথম অক্ষরটি সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়।

উদাহরণ: إِنْ لَبِثْتُم

এক্ষেত্রে নূন-সাকিন ও লাম পরিপূর্ণরূপে সংযুক্ত হয়ে নূন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে এবং তাশদীদ সহকারে লাম উচ্চারণ করতে হবে: **ইল-লাবিসতুম**।

৬.৫ ইদগাম নাকিস (الإِدْغَامُ النَّاقِصُ)

এক্ষেত্রে সংযুক্ত অক্ষর দুটির প্রথমটি সম্পূর্ণ বিলীন হয় না, তা দ্বিতীয়টির সাথে যুক্ত হয়ে গেলেও এর সিফাত বা বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থেকে যায়।

উদাহরণ: مَنْ يَعْمَل

এক্ষেত্রে নূন ইয়া এর সাথে যুক্ত হবে, তবে নূন বিলুপ্ত হলেও এর গুন্নাহ অবশিষ্ট থেকে যাবে, এজন্য ইয়াকে তাশদীদ দিয়ে গুন্নাহ সহ উচ্চারণ করা হবে: **মাইঁ-ইয়ামাল**।

৬.৬ শামসী হরফ (الْحُرُوفُ الشَّمْسِيَّة) এবং কামারী হরফ (الْحُرُوفُ القَمَرِيَّة)

৬.৬.১ শামসী হরফ

“আল” বিশিষ্ট শব্দে লাম সাকিনের পর নীচের ১৪টি হরফের কোন একটি আসলে পরিপূর্ণ ইদগাম হয়:

ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

উদাহরণ: الشَّمْس

এই শব্দটিকে আল-শামস না পড়ে পড়া হয় আশ-শামস। অর্থাৎ লাম ও শীন যুক্ত হয়ে তাশদীদ বিশিষ্ট শীনে পরিণত হয়েছে।এই ১৪টি হরফকে বলা হয় শামসী হরফ। এধরনের আরও কিছু শব্দের উদাহরণ হল:

التِّين، الدِّيْن، الضَّالِّيْنَ، النُّور

উচ্চারণ: আত-তীন, আদ-দীন, আদ্ব-দ্বাললীন, আন-নূর।

৬.৬.২ কামারী হরফ

“আল” বিশিষ্ট শব্দে লাম সাকিনের পর এই হরফগুলো আসলে ইদগাম হয় না।

উদাহরণ: القَمَر

একে স্বাভাবিকভাবে আল-কামার পড়া হবে, ইদগাম অর্থাৎ সংযুক্ত করা হবে না। কামারী হরফ ১৪টি:

ء ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و ه ي

এর আরও কিছু উদাহরণ:

الْبَاب، الحَمْد، الفِيْل، المَسَاجِد

উচ্চারণ: আল-বাব, আল-হামদ, আল-ফীল, আল-মাসাজিদ।

নিচের ছকে হাফস রিওয়ায়েত অনুযায়ী কুরআনে বিদ্যমান ইদগামগুলো প্রকারভেদ সহকারে বিবৃত হল:

৬.৭ ইদগামের চার্ট

	مِثَال উদাহরণ	إِدْغَامُ الْمُتَجَانِسَيْن ইদগামুল মুতাজা-নিসাইন	مِثَال উদাহরণ	إِدْغَامُ الْمُتَقَارِبَيْن ইদগামুল মুতাকারি-বাইন	مِثَال উদাহরণ	إِدْغَامُ الْمِثْلَيْن ইদগামুল মিসলাইন
তাম التَّامّ	قَدْ تَبَيَّن أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما هَمَّتْ طَائِفَةٌ إِذْ ظَلَمُوا ارْكَبْ مَعَنَا يَلْهَثْ ذَلِكَ	د+ت ت+د ت+ط ذ+ظ ب+م ث+ذ	بَلْ رَبُّكُم أَنْ رَءَا إِنْ لَبِثْتُم نَخْلُقْكُم وَالشَّمْسِ	ل+ر ن+ر ن+ل ق+ك ل+ ১৩টি শামসী হরফ (লাম ছাড়া)	اضْرِبْ بِعَصَاكَ	
নাকিস النَّاقِص	أَحَطْتُ । بَسَطْتَ (এখানে ط বিলুপ্ত হবে, কিন্তু এর পুরুত্ব থেকে যাবে, সুতরাং তাশদীদ সহ ت পড়া হবে, কিন্তু এর প্রথম অংশ ভারী হবে।)	ط+ت	مِنْ وَرَائِهِم مَنْ يَعْمَل مِنْ مَاءٍ نَخْلُقْكُم	ن+و ن+ي ن+م ق+ك	إِذْ تَقَعَت	

অধ্যায় ৭
রা এর বিধান
(الرَّاءُ الْمُفَخَّمَةُ وَالرَّاءُ الْمُرَقَّقَةُ)

আরবী "রা" কখনও ভারী বা মোটা আবার কখনও পাতলা করে উচ্চারণ করা হয়। সাধারণভাবে ৮টি ক্ষেত্রে "রা" মোটা, ৪টি ক্ষেত্রে পাতলা এবং ২টি ক্ষেত্রে মোটা বা পাতলা উভয়ই হয়।

৭.১ ভারী বা মোটা রা এর ৮টি অবস্থা

ভারী রা	উদাহরণ
১. রা যবর	رَجُلٌ
২. রা সাকিন, পূর্বের হরফে যবর	يَرْضَوْنَ
৩. রা সাকিন, পূর্বের হরফে সাকিন, তার পূর্বের হরফে যবর	وَالْفَجْرِ
৪. রা সাকিন, পূর্বে আলিফ	اَلْقَهَّار
৫. রা পেশ	رُزِقُوا
৬. রা সাকিন, পূর্বের হরফে পেশ	يُرْزَقُونَ
৭. রা সাকিন, পূর্বের হরফে সাকিন, তার পূর্বের হরফে পেশ	خُسْرٌ
৮. রা সাকিন, পূর্বে ওয়াও সাকিন	غَفُوْر

৭.২ পাতলা রা এর ৪টি অবস্থা

পাতলা রা	উদাহরণ
১. রা জের	رِزْق
২. রা সাকিন, পূর্বে স্থায়ী জের[১৩], পরে পাতলা হরফ	فِرْعَوْن
৩. রা সাকিন, পূর্বের হরফ সাকিন, তার পূর্বের হরফে জের	حِجْر
৪. রা সাকিন, পূর্বে ইয়া সাকিন	خَيْر

৭.৩ যে ক্ষেত্রে “রা” ভারী অথবা পাতলা হতে পারে

১. রা সাকিন, পূর্বের হরফে জের, পরের মোটা হরফে জের	فِرْقٍ
২. রা সাকিন, পূর্বের মোটা হরফে সাকিন, তার পূর্বের হরফে জের	مِصْر الْقِطْر

[১৩] স্থায়ী যের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে এমন যের যা সর্বদা বিদ্যমান থাকে।

৭.৪ ব্যতিক্রমী কিছু অবস্থা যেক্ষেত্রে “রা” ভারী বা মোটা হবে

১. রা সাকিন, পূর্বে অস্থায়ী জের[১৪] (শুরু থেকে পড়া)	اِرْجِعِي
২. রা সাকিন, পূর্বে অস্থায়ী জের (মিলিয়ে পড়া)	رَبِّ ارْحَمْهُما
৩. রা সাকিন, পূর্বে জের, পরে মোটা হরফ	مِرْصَاد قِرْطاسْ

৭.৫ ব্যতিক্রমী অবস্থা যেক্ষেত্রে “রা” পাতলা হবে

১. “ইমালা” এর রা: এক্ষেত্রে রা যবর থাকলেও একে রে হিসেবে পড়া হয়, যার উচ্চারণ বাংলা একারের মত। এই রা পাতলা হবে।	مَجْرَاهَا

[১৪] অস্থায়ী যের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে এমন যের যা অস্থায়ী হামযার সাথে আছে, মিলিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এই যের হামযা সহ বিলুপ্ত হয়।

পরিশিষ্ট: আমপারা

(جُزْءُ عَمَّ)

সূরা আন-নাবা

﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢﴾ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ
﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ
مِهَـٰدًا ﴿٦﴾ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًا ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا
نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا
﴿١١﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
﴿١٣﴾ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِّنُخْرِجَ بِهِۦ حَبًّا وَنَبَاتًا
﴿١٥﴾ وَجَنَّـٰتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَـٰتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ
يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًا

﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا

﴿٢١﴾ لِّلطَّٰغِينَ مَـَٔابًا ﴿٢٢﴾ لَّٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا

بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَآءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾

إِنَّهُمْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾

وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ كِتَٰبًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا

عَذَابًا ﴿٣٠﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَأَعْنَٰبًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا

﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّن

رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَٰنِ ۖ لَا

يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا

يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ

ٱلْحَقُّ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا ﴿٣٩﴾ إِنَّآ أَنذَرْنَٰكُمْ عَذَابًا

قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَٰلَيْتَنِى كُنتُ

تُرَٰبًۢا ﴿٤٠﴾

সূরা আন-নাযিয়াত

﴿ وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرۡقٗا ﴿١﴾ وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشۡطٗا ﴿٢﴾ وَٱلسَّٰبِحَٰتِ سَبۡحٗا
﴿٣﴾ فَٱلسَّٰبِقَٰتِ سَبۡقٗا ﴿٤﴾ فَٱلۡمُدَبِّرَٰتِ أَمۡرٗا ﴿٥﴾ يَوۡمَ تَرۡجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ
﴿٦﴾ تَتۡبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿٧﴾ قُلُوبٞ يَوۡمَئِذٖ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾ أَبۡصَٰرُهَا
خَٰشِعَةٞ ﴿٩﴾ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرۡدُودُونَ فِي ٱلۡحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَءِذَا كُنَّا
عِظَٰمٗا نَّخِرَةٗ ﴿١١﴾ قَالُواْ تِلۡكَ إِذٗا كَرَّةٌ خَاسِرَةٞ ﴿١٢﴾ فَإِنَّمَا هِيَ
زَجۡرَةٞ وَٰحِدَةٞ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾ هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ
﴿١٥﴾ إِذۡ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ ٱذۡهَبۡ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُۥ
طَغَىٰ ﴿١٧﴾ فَقُلۡ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَأَهۡدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخۡشَىٰ
﴿١٩﴾ فَأَرَىٰهُ ٱلۡأٓيَةَ ٱلۡكُبۡرَىٰ ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَدۡبَرَ يَسۡعَىٰ
﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلۡأَعۡلَىٰ ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ
ٱلۡأٓخِرَةِ وَٱلۡأُولَىٰٓ ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبۡرَةٗ لِّمَن يَخۡشَىٰٓ ﴿٢٦﴾ ءَأَنتُمۡ أَشَدُّ

خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَىٰهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا

وَأَخْرَجَ ضُحَىٰهَا ﴿٢٩﴾ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا

مَآءَهَا وَمَرْعَىٰهَا ﴿٣١﴾ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا ﴿٣٢﴾ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ

﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ مَا سَعَىٰ

﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ

ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ

رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ

رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ

يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا ﴿٤٦﴾

সূরা আবাসা

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ (١) أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ (٢) وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ (٣)
أَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٰٓ (٤) أَمَّا مَنِ ٱسۡتَغۡنَىٰ (٥) فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ
(٦) وَمَا عَلَيۡكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ (٧) وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسۡعَىٰ (٨) وَهُوَ يَخۡشَىٰ
(٩) فَأَنتَ عَنۡهُ تَلَهَّىٰ (١٠) كَلَّآ إِنَّهَا تَذۡكِرَةٞ (١١) فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ (١٢) فِي
صُحُفٖ مُّكَرَّمَةٖ (١٣) مَّرۡفُوعَةٖ مُّطَهَّرَةِۭ (١٤) بِأَيۡدِي سَفَرَةٖ (١٥) كِرَامِۭ بَرَرَةٖ
(١٦) قُتِلَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَآ أَكۡفَرَهُۥ (١٧) مِنۡ أَيِّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥ (١٨) مِن نُّطۡفَةٍ
خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ (١٩) ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ (٢٠) ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقۡبَرَهُۥ (٢١) ثُمَّ إِذَا
شَآءَ أَنشَرَهُۥ (٢٢) كَلَّا لَمَّا يَقۡضِ مَآ أَمَرَهُۥ (٢٣) فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ
(٢٤) أَنَّا صَبَبۡنَا ٱلۡمَآءَ صَبّٗا (٢٥) ثُمَّ شَقَقۡنَا ٱلۡأَرۡضَ شَقّٗا (٢٦) فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا
حَبّٗا (٢٧) وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا (٢٨) وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا (٢٩) وَحَدَآئِقَ غُلۡبٗا (٣٠)
وَفَٰكِهَةٗ وَأَبّٗا (٣١) مَّتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ (٣٢) فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ

﴿٣٣﴾ يَوۡمَ يَفِرُّ ٱلۡمَرۡءُ مِنۡ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ

﴿٣٦﴾ لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٖ شَأۡنٞ يُغۡنِيهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ مُّسۡفِرَةٞ

﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٞ مُّسۡتَبۡشِرَةٞ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ عَلَيۡهَا غَبَرَةٞ ﴿٤٠﴾ تَرۡهَقُهَا

قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَفَرَةُ ٱلۡفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

সূরা আত-তাকউইর

﴿ إِذَا ٱلشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ ﴿١﴾ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتۡ ﴿٢﴾ وَإِذَا ٱلۡجِبَالُ سُيِّرَتۡ
﴿٣﴾ وَإِذَا ٱلۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ ﴿٤﴾ وَإِذَا ٱلۡوُحُوشُ حُشِرَتۡ ﴿٥﴾ وَإِذَا
ٱلۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ ﴿٦﴾ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتۡ ﴿٧﴾ وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ
﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ ﴿٩﴾ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتۡ ﴿١٠﴾ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتۡ
﴿١١﴾ وَإِذَا ٱلۡجَحِيمُ سُعِّرَتۡ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ٱلۡجَنَّةُ أُزۡلِفَتۡ ﴿١٣﴾ عَلِمَتۡ نَفۡسٞ مَّآ
أَحۡضَرَتۡ ﴿١٤﴾ فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلۡخُنَّسِ ﴿١٥﴾ ٱلۡجَوَارِ ٱلۡكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّيۡلِ إِذَا عَسۡعَسَ
﴿١٧﴾ وَٱلصُّبۡحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي
ٱلۡعَرۡشِ مَكِينٖ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٖ ثَمَّ أَمِينٖ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجۡنُونٖ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدۡ رَءَاهُ
بِٱلۡأُفُقِ ٱلۡمُبِينِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِينٖ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَيۡطَٰنٖ رَّجِيمٖ
﴿٢٥﴾ فَأَيۡنَ تَذۡهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن
يَسۡتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾ ﴾

সূরা আল-ইনফিতার

﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتۡ (١) وَإِذَا ٱلۡكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتۡ (٢) وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ
فُجِّرَتۡ (٣) وَإِذَا ٱلۡقُبُورُ بُعۡثِرَتۡ (٤) عَلِمَتۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ
وَأَخَّرَتۡ (٥) يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ (٦) ٱلَّذِي
خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِيٓ أَيِّ صُورَةٖ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ (٨) كَلَّا
بَلۡ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ (٩) وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَٰفِظِينَ (١٠) كِرَامٗا كَٰتِبِينَ
(١١) يَعۡلَمُونَ مَا تَفۡعَلُونَ (١٢) إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٖ (١٣) وَإِنَّ ٱلۡفُجَّارَ
لَفِي جَحِيمٖ (١٤) يَصۡلَوۡنَهَا يَوۡمَ ٱلدِّينِ (١٥) وَمَا هُمۡ عَنۡهَا بِغَآئِبِينَ (١٦)
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ (١٧) ثُمَّ مَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ (١٨)
يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٞ لِّنَفۡسٖ شَيۡـٔٗاۖ وَٱلۡأَمۡرُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ (١٩)﴾

সূরা আল-মুতাফফিফীন

﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم
مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾
كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَٰبٌ
مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿١١﴾
وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ
ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَلَّآ إِنَّهُمْ
عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ
هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾ كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ
﴿١٨﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ
﴿٢١﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِى

وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾
خِتَٰمُهُۥ مِسْكٌ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُۥ مِن
تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ
أَجْرَمُوا۟ كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا۟ بِهِمْ
يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا۟ فَكِهِينَ ﴿٣١﴾
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَآ أُرْسِلُوا۟ عَلَيْهِمْ
حَٰفِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى
ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

সূরা আল-ইনশিকাক

﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتۡ ١ وَأَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ ٢ وَإِذَا ٱلۡأَرۡضُ مُدَّتۡ ٣
وَأَلۡقَتۡ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتۡ ٤ وَأَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ ٥ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ إِنَّكَ
كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدۡحٗا فَمُلَٰقِيهِ ٦ فَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ٧
فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابٗا يَسِيرٗا ٨ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورٗا ٩ وَأَمَّا مَنۡ
أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهۡرِهِۦ ١٠ فَسَوۡفَ يَدۡعُواْ ثُبُورٗا ١١ وَيَصۡلَىٰ سَعِيرًا ١٢ إِنَّهُۥ
كَانَ فِيٓ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورًا ١٣ إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ١٤ بَلَىٰٓۚ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ
بَصِيرٗا ١٥ فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلشَّفَقِ ١٦ وَٱلَّيۡلِ وَمَا وَسَقَ ١٧ وَٱلۡقَمَرِ إِذَا
ٱتَّسَقَ ١٨ لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ ١٩ فَمَا لَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ٢٠ وَإِذَا
قُرِئَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقُرۡءَانُ لَا يَسۡجُدُونَۤ ۩ ٢١ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ٢٢
وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا يُوعُونَ ٢٣ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونِۭ ٢٥﴾

সূরা আল-বুরূজ

﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ (١) وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ (٢) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٣)
قُتِلَ أَصْحَٰبُ ٱلْأُخْدُودِ (٤) ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ (٥) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٦)
وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (٧) وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟
بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ (٨) ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ (٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا۟
فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟
ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ (١١)
إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ
(١٤) ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ (١٥) فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ (١٦) هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ
(١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (١٨) بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى تَكْذِيبٍ (١٩) وَٱللَّهُ مِن وَرَآئِهِم
مُّحِيطٌۢ (٢٠) بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ (٢١) فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍۭ (٢٢) ﴾

সূরা আত-তারিক

﴿وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ﴿٢﴾ ٱلنَّجۡمُ ٱلثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِن
كُلُّ نَفۡسٍ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن
مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخۡرُجُ مِنۢ بَيۡنِ ٱلصُّلۡبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجۡعِهِۦ لَقَادِرٌ
﴿٨﴾ يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ
ٱلرَّجۡعِ ﴿١١﴾ وَٱلۡأَرۡضِ ذَاتِ ٱلصَّدۡعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُۥ لَقَوۡلٌ فَصۡلٌ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ
بِٱلۡهَزۡلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمۡ يَكِيدُونَ كَيۡدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيۡدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ ٱلۡكَٰفِرِينَ
أَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدًۢا ﴿١٧﴾﴾

সূরা আল-আলা

﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿١﴾ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢﴾ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ ﴿٥﴾ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿٧﴾ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿١٠﴾ وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ﴿١١﴾ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿١٣﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ﴿١٧﴾ إِنَّ هَـٰذَا لَفِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾﴾

সূরা আল-গাশিয়াহ

﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ ﴿١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَـٰشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ
نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴿٥﴾ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ
إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ﴿٧﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ
﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَـٰغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا
عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ
مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِىُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
﴿١٧﴾ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى
ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَّسْتَ
عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ
ٱلْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾﴾

সূরা আল-ফাজর

﴿وَٱلۡفَجۡرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشۡرٖ ﴿٢﴾ وَٱلشَّفۡعِ وَٱلۡوَتۡرِ ﴿٣﴾ وَٱلَّيۡلِ إِذَا
يَسۡرِ ﴿٤﴾ هَلۡ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٞ لِّذِي حِجۡرٍ ﴿٥﴾ أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ
بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ ﴿٧﴾ ٱلَّتِي لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِي ٱلۡبِلَٰدِ
﴿٨﴾ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخۡرَ بِٱلۡوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرۡعَوۡنَ ذِي ٱلۡأَوۡتَادِ
﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ طَغَوۡاْ فِي ٱلۡبِلَٰدِ ﴿١١﴾ فَأَكۡثَرُواْ فِيهَا ٱلۡفَسَادَ ﴿١٢﴾
فَصَبَّ عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلۡمِرۡصَادِ ﴿١٤﴾
فَأَمَّا ٱلۡإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكۡرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ
أَكۡرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَٰنَنِ
﴿١٦﴾ كَلَّاۖ بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ
طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأۡكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكۡلٗا لَّمّٗا
﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُبّٗا جَمّٗا ﴿٢٠﴾ كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلۡأَرۡضُ

دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِاْىٓءَ يَوْمَئِذٍۭ

بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾

يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ

إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

সূরা আল-বালাদ

﴿لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ١ وَأَنتَ حِلُّۢ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٢ وَوَالِدٖ وَمَا وَلَدَ
٣ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِي كَبَدٍ ٤ أَيَحۡسَبُ أَن لَّن يَقۡدِرَ عَلَيۡهِ
أَحَدٞ ٥ يَقُولُ أَهۡلَكۡتُ مَالٗا لُّبَدًا ٦ أَيَحۡسَبُ أَن لَّمۡ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ
٧ أَلَمۡ نَجۡعَل لَّهُۥ عَيۡنَيۡنِ ٨ وَلِسَانٗا وَشَفَتَيۡنِ ٩ وَهَدَيۡنَٰهُ
ٱلنَّجۡدَيۡنِ ١٠ فَلَا ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبَةَ ١١ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡعَقَبَةُ ١٢
فَكُّ رَقَبَةٍ ١٣ أَوۡ إِطۡعَٰمٞ فِي يَوۡمٖ ذِي مَسۡغَبَةٖ ١٤ يَتِيمٗا ذَا مَقۡرَبَةٍ
١٥ أَوۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَتۡرَبَةٖ ١٦ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوۡاْ
بِٱلصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡمَرۡحَمَةِ ١٧ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ ١٨ وَٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا هُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَشۡـَٔمَةِ ١٩ عَلَيۡهِمۡ نَارٞ مُّؤۡصَدَةُۢ ٢٠﴾

সূরা আশ-শামস

﴿ وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا (١) وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا (٢) وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا (٣)
وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا (٤) وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا (٥) وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا (٦)
وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا (٧) فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا (٨) قَدۡ أَفۡلَحَ مَن
زَكَّىٰهَا (٩) وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا (١٠) كَذَّبَتۡ ثَمُودُ بِطَغۡوَىٰهَآ
(١١) إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا (١٢) فَقَالَ لَهُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ
وَسُقۡيَٰهَا (١٣) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُم
بِذَنۢبِهِمۡ فَسَوَّىٰهَا (١٤) وَلَا يَخَافُ عُقۡبَٰهَا (١٥) ﴾

সূরা আল-লাইল

﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ ﴿١﴾ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ
﴿٣﴾ إِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾ فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ
﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ
بِٱلۡحُسۡنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ ﴿١٠﴾ وَمَا يُغۡنِي عَنۡهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ ﴿١١﴾
إِنَّ عَلَيۡنَا لَلۡهُدَىٰ ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلۡأٓخِرَةَ وَٱلۡأُولَىٰ ﴿١٣﴾ فَأَنذَرۡتُكُمۡ نَارٗا تَلَظَّىٰ
﴿١٤﴾ لَا يَصۡلَىٰهَآ إِلَّا ٱلۡأَشۡقَى ﴿١٥﴾ ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾
وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلۡأَتۡقَى ﴿١٧﴾ ٱلَّذِي يُؤۡتِي مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ
عِندَهُۥ مِن نِّعۡمَةٖ تُجۡزَىٰٓ ﴿١٩﴾ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ ٱلۡأَعۡلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوۡفَ
يَرۡضَىٰ ﴿٢١﴾﴾

সূরা আদ-দুহা

﴿ وَٱلضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ ﴿٤﴾ وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ ﴿٥﴾ أَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيمٗا فَـَٔاوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلّٗا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلٗا فَأَغۡنَىٰ ﴿٨﴾ فَأَمَّا ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ ﴿٩﴾ وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ ﴿١١﴾ ﴾

সূরা আশ-শারহ

﴿ أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ ﴿٤﴾ فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب ﴿٨﴾ ﴾

সূরা আত-তীন

﴿وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ ۝١ وَطُورِ سِينِينَ ۝٢ وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ ۝٣ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ ۝٤ ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ ۝٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ ۝٦ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعۡدُ بِٱلدِّينِ ۝٧ أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَحۡكَمِ ٱلۡحَٰكِمِينَ ۝٨﴾

সূরা আল-আলাক

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ۝٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ۝٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ۝٥ كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ ۝٦ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ ۝٧ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجۡعَىٰٓ ۝٨ أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يَنۡهَىٰ ۝٩ عَبۡدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ۝١٠ أَرَءَيۡتَ إِن كَانَ عَلَى

ٱلْهُدَىٰٓ ﴿١١﴾ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقْوَىٰٓ ﴿١٢﴾ أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ ﴿١٣﴾ أَلَمْ يَعْلَم
بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَٰذِبَةٍ
خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا لَا تُطِعْهُ
وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ۩ ﴿١٩﴾

সূরা আল-কাদর

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿٢﴾
لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿٥﴾

সূরা আল-বাইয়্যেনাহ

﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُوا۟ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُۥ ﴿٨﴾ ﴾

সূরা আয-যালযালাহ

﴿إِذَا زُلۡزِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ زِلۡزَالَهَا ۝١ وَأَخۡرَجَتِ ٱلۡأَرۡضُ أَثۡقَالَهَا ۝٢ وَقَالَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَا لَهَا ۝٣ يَوۡمَئِذٖ تُحَدِّثُ أَخۡبَارَهَا ۝٤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوۡحَىٰ لَهَا ۝٥ يَوۡمَئِذٖ يَصۡدُرُ ٱلنَّاسُ أَشۡتَاتٗا لِّيُرَوۡاْ أَعۡمَٰلَهُمۡ ۝٦ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ۝٨﴾

সূরা আল-আদিয়াত

﴿وَٱلۡعَٰدِيَٰتِ ضَبۡحٗا ۝١ فَٱلۡمُورِيَٰتِ قَدۡحٗا ۝٢ فَٱلۡمُغِيرَٰتِ صُبۡحٗا ۝٣ فَأَثَرۡنَ بِهِۦ نَقۡعٗا ۝٤ فَوَسَطۡنَ بِهِۦ جَمۡعًا ۝٥ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٞ ۝٦ وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٞ ۝٧ وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلۡخَيۡرِ لَشَدِيدٌ ۝٨ ۞ أَفَلَا يَعۡلَمُ إِذَا بُعۡثِرَ مَا فِي ٱلۡقُبُورِ ۝٩ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۝١٠ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّخَبِيرُۢ ۝١١﴾

সূরা আল-কারিয়াহ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ
﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾
وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴿٥﴾ فَأَمَّا
مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَآ
أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌۢ ﴿١١﴾ ﴾

সূরা আত-তাকাসুর

﴿ أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴿٥﴾
لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴿٧﴾ ثُمَّ
لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٨﴾ ﴾

সূরা আল-আসর

﴿وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣﴾

সূরা আল-হুমাযাহ

﴿وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ ١ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالٗا وَعَدَّدَهُۥ ٢
يَحۡسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخۡلَدَهُۥ ٣ كَلَّاۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِي ٱلۡحُطَمَةِ ٤ وَمَآ
أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحُطَمَةُ ٥ نَارُ ٱللَّهِ ٱلۡمُوقَدَةُ ٦ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلۡأَفۡـِٔدَةِ
٧ إِنَّهَا عَلَيۡهِم مُّؤۡصَدَةٞ ٨ فِي عَمَدٖ مُّمَدَّدَةِۭ ٩﴾

সূরা আল-ফীল

﴿أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَٰبِ ٱلۡفِيلِ ١ أَلَمۡ يَجۡعَلۡ
كَيۡدَهُمۡ فِي تَضۡلِيلٖ ٢ وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ ٣

تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّيلٖ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۭ ﴿٥﴾

সূরা আল-কুরাঈশ

﴿لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ ﴿١﴾ إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ ﴿٢﴾ فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ ﴿٣﴾ ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ ﴿٤﴾

সূরা আল-মাঊন

﴿أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ﴿٧﴾

সূরা আল-কাওসার

﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۝٣﴾

সূরা আল-কাফিরূন

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝١ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝٢ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ۝٤ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ۝٦﴾

সূরা আন-নাসর

﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۝١ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا ۝٣﴾

সূরা আল-মাসাদ

﴿ تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ ١ مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ٢ سَيَصۡلَىٰ نَارٗا ذَاتَ لَهَبٖ ٣ وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ ٤ فِي جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّسَدِۭ ٥ ﴾

সূরা আল-ইখলাস

﴿ قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤ ﴾

সূরা আল-ফালাক

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّـٰثَـٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾﴾

সূরা আন-নাস

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴿٦﴾﴾

আল কুরআন মুসলিম সমাজের প্রেরণা ও প্রাণশক্তির অন্যতম উৎস। অতি সাধারণ একজন মুসলিমও দিন রাত আল কুরআন এর দ্বারা জিহ্বাকে সিক্ত রেখে এই মহাগ্রন্থের সাথে তার বন্ধনের ন্যূনতম প্রকাশটুকু ঘটাতে সক্ষম। ইসলামের দাবীদার ব্যক্তি তাঁর রবের বাণীকে বিশুদ্ধভাবে পড়তে জানবে না - এটি অতি লজ্জার কথা। শিক্ষাগত যোগ্যতার তারতম্য নির্বিশেষে সকলেই অতি সহজে আয়ত্ত করতে পারে কুরআন পাঠের সঠিক কায়দা-কানুন, এর জন্য প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাওফীক, পাঠকারীর সদিচ্ছা, একজন সুযোগ্য শিক্ষকের সান্নিধ্য আর সহায়ক একটি সহজ বই। আমরা আশা করি তাজউইদ শাস্ত্রের ওপর রচিত প্রয়োজনীয় চিত্র ও চার্ট সম্বলিত এই বইটি আল কুরআনের ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য সহায়ক হিসেবে ফলপ্রদ হবে।

OIEP Open Islamic Education Programme
উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম

ক-৫৩, প্রগতি সরণী, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২

www.oiep.net info@oiep.net 01775 300500

facebook.com/OIEP.Official youtube.com/OIEPdhaka